একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস

এম. এ. হাকিম
(প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব)

www.nagorikpathagar.org

একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঃ ব্যর্থ প্রয়াস

এম. এ. হাকিম
(প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব)

জনতা পাবলিকেশন্স প্রকাশিত সকল বই ইণ্টারনেটে পাওয়া যাবে
htt : // www.janatapublications.com

জনতা পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঃ ব্যর্থ প্রয়াস
এম, এ, হাকিম

প্রকাশক ঃ আবদুর রহমান হান্নান
পরিচালক : জনতা পাবলিকেশন্স
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫৩৬৫, মোবাইল : ০১৯-৩৪৭২৮১
ফ্যাক্স ঃ +৮৮-০২-৭১১ ৫৩৬৫
প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২
স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
শব্দ বিন্যাস ও প্রচ্ছদ ঃ জনতা গ্রাফিক্স ডিজাইন
মুদ্রণ ঃ জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

মূল্য ঃ ৯০ টাকা মাত্র।

Ekti samorik ovvuthan : byartha proash
Author : M. A. HAKIM
Published by Abdur Rahman Hannan
Director : Janata Publications
66 Payridas road, Banglabazar, Dhaka-1100
Tel : 711 5365, Mobile : 019 34 72 81
Fax : +88-02-711 5365

ISBN 984-619-013-1

Price : **90** Taka Only. 3.00 U.S. Dollar

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

আল্লাহর সৃষ্টি এ সুন্দর পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সত্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে যুগে যুগে আল্লাহর অনুগত বান্দারা নিজের দেশকে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসার সবসময়ই চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে ক্ষমতালিপ্সু মিথ্যার ধ্বজাধারীরা সত্যের টুটি চেপে ধরে হত্যা করে সিংহাসন দখল করতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এটা মানুষের স্বভাব হিসেবেই ধরে নিতে পারি। মনে করতে পারি যতদিন এ পৃথিবী থাকবে আর মানুষ দেশ/দুনিয়া শাসন করবে ততদিন এটা থাকবেই এই-ই হবে হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম। আমাদের দেশ বাংলাদেশেরও এর ব্যতিক্রমের বাইরে নয়।

১৯৯৬ সালের 'মে' মাসে এদেশে যে দূর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল ইতিহাসে তা কালো অধ্যায় হিসেবে রচনা হয়ে থাকত । 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঃ ব্যর্থ প্রয়াস' নামে এই পাণ্ডুলিপিটি পড়ে বুঝতে পেরেছি, সেদিন কি হতে যাচ্ছিল। আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবেও বুঝতে পারিনি। যে কয়জন লোকের কারণে আল্লাহপাক সেদিন এ চরম দূর্ঘটনার হাত থেকে এ জাতিকে, দেশকে রক্ষা করেছেন তার মধ্যে এ বইয়ের লেখক জনাব এম, এ, হাকিম হচ্ছেন অন্যতম (বর্তমানে তিনি ওয়াসার চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত) যিনি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

আমি আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করছি তার এ সৎ সাহসিকতার জন্য। এ জাতিকে একটি সংকটের মূহূর্ত থেকে তার জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করে জ্ঞানীর পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ্ যেন এর বিনিময়ে আখেরাতে উত্তম ঝাজা দান করেন। এ পুস্তকটি কোন গল্প কাহিনী নয়, একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। যা প্রতিটি মানুষের জানা একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কতইনা ভাল হত এরকম মানুষ যদি এরকম সচিব পদে থাকত।

আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। তবুও সীমাবদ্ধতার দেয়ালকে ডিঙ্গাতে পারিনি। তাই সহৃদয় পাঠকের কাছে আমাদের আবেদন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বইয়ের মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ক্রুটি ধরা পড়লে বা কোন অসঙ্গতিপূর্ণ কথা দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে আমাদের গোচরীভুত করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করায় চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আবদুর রহমান হান্নান

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
* ভূমিকা	৬
* সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা	১০
* ঘটনার সূচনা	১১
* ঘটনার পূর্বদিন	১৭
* ২০ মে, ১৯৯৬ এর ঘটনা	২০
* বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে সেনাদলের ঢাকা অভিমুখে যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন	২৯
* লেঃ জেঃ (অবঃ) নাসিমের আত্মসমর্পণ	৪৩
* তদন্ত আদালত গঠন	৪৭
* তদন্ত আদালতের মতামতের সারমর্ম	৪৮
* তদন্ত আদালতের সুপারিশের সারমর্ম	৫৬
* দায়ী সেনা কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের আদেশ	৬০
* রাষ্ট্রপতির ভাষণ ঃ পরিশিষ্ট-ক	৬৪
* প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ঃ পরিশিষ্ট-খ	৬৮
* রাষ্ট্রপতির বিবিসি-এর সাথে সাক্ষাৎকার ঃ পরিশিষ্ট-গ	৭০
* বিবিসি-এর সাথে লেঃ জেঃ (অবঃ) নাসিমের সাক্ষাৎকার ঃ পরিশিষ্ট-ঘ	৭৪
* প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ পরিশিষ্ট-ঙ	৭৫
* সংবাদপত্রে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি ঃ পরিশিষ্ট-চ ঃ-	
▲ লেঃ জেঃ (অবঃ) নাসিম	৮৫
▲ লেঃ জেঃ (অবঃ) মাহবুব	৮৭
▲ মেঃ জেঃ (অবঃ) ভূঁইয়া	৮৮
* মেঃ জেঃ (অবঃ) মতিন-এর নিবন্ধের উদ্ধৃতাংশ ঃ পরিশিষ্ট-ছ	৯০

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

২০ মে, ১৯৯৬ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের ইতিহাসে আর একটি ভিন্নতর উপ্যাখানের সংযোজন হয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেনাবাহিনীর বিবেকবান ও দেশ প্রেমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিরোধের ফলে একটি রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ঘটনা সেনাবাহিনীর ঘটনাপঞ্জী, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

২০ মে, ৯৬-এর ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল দু'জন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান, বীবি ও ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমানকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস কর্তৃক ১৮ মে ৯৬' তারিখে আর্মি এ্যাক্টের আওতায় বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর প্রদান থেকে। ডিজি, ডি এফ আই মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বিপি উক্ত অফিসার দু'জন সম্পর্কে তাদের অনৈতিক, কোন্দল সৃষ্টি, রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা ও সেনাবাহিনীর শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতিকে দেন। সেনাবাহিনীর মর্যাদা ও শৃংখলা রক্ষা এবং দেশের নিরাপত্তার খাতিরে রাষ্ট্রপতি এ দু'জন সেনা কর্মকর্তাকে পূর্ণ আর্থিক সুবিধাদিসহ্ অকালীন অবসর প্রদানের আদেশ দেন। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দেশে তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব ছিল জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য একটি অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনীর ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু করার ছিল না।

মাননীয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ১৮ মে, ১৯৯৬ তারিখে উল্লেখিত দু'জন সেনা কর্মকর্তার বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ তদকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এস, এম নাসিম, বীর বিক্রম মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এ আদেশ কার্যকরী না করে তাঁর অনুগত উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে রাষ্ট্রপতিকে উৎখাত

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। ১৯ মে লেঃ জেঃ এ, এস, এম, নাসিম ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, ডি, জি, ডি, এফ আই, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূইয়া, পি এস ও, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম, কমান্ড্যান্ট, ১৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড এবং কর্নেল আবদুস সালাম, বিপি, ডাইরেক্টর (অপারেশন), বি ডি আর-কে মন্ত্রণালয়, তথা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া এ্যাটাচড করেছিলেন। তাদের বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছিল। এ সব কর্মকর্তা লেঃ জেঃ নাসিমের উচ্চাভিলাষ ও অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের বিরোধীতা করেছিলেন।

২০ মে, ১৯৯৬ সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ময়মনসিংহ, বগুড়া ও যশোর এর এরিয়া কমাণ্ডার যথাক্রমে মেজর জেনারেল আইন উদ্দিন, বিপি, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান, বীবি ও মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, বিপি-কে এক ব্রিগেড গ্রুপ করে সেনাদল এক একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে ঢাকায় পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন ও মুভ অর্ডার জারী করেন। সাভার ও কুমিল্লার এরিয়া কমান্ডারদ্বয়কেও অনুরূপ অর্ডার দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমান-এর নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড গ্রুপ সেনাদল এবং বগুড়া সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার শফি মেহবুবের নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড গ্রুপ সেনাদল ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। যশোর সেনানিবাসের একটি ব্রিগেড গ্রুপ প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু যাত্রা করার সময় পায়নি।

সাভারের ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বীবি এবং কুমিল্লার ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জি ও সি, মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন, বিপি সেনা প্রধানের রাষ্ট্রদ্রোহীতা মূলক অভ্যূত্থান প্রচেষ্টায় অংশ না নিয়ে রাস্ট্রপতির ডাকে সাড়া দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। সাভার সেনানিবাস থেকে এক ব্রিগেড সেনাদল ময়মনসিংহ থেকে আগত রাষ্ট্রদ্রোহী ব্রিগেড গ্রুপকে ঢাকার অদূরে শ্রীপুরে বাধা প্রদান করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করে এবং অন্য এক ব্রিগেড সেনাদল বগুড়া থেকে আগত বিদ্রোহী ব্রিগেড গ্রুপকে বাধা প্রদানের জন্য আরিচাঘাটে অবস্থান গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আগত একটি ব্রিগেড ঢাকা আর্মি ষ্টেডিয়াম ও মাওয়া ঘাটে অবস্থান নেয়। সাভার থেকে আগত ১০টি ট্যাংক ও একদল সেনা বঙ্গভবন সুরক্ষার জন্য

www.nagorikpathagar.org

এবং ১০টি ট্যাংক ও একদল সেনা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্ডন করে রাখে। রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের সেনাদল ও সাভারের সৈনিকগন রেডিও এবং টিভি ষ্টেশন বিদ্রোহী সেনা প্রধানের সেনাদলের দখল থেকে রক্ষা করার জন্য ঘেরাও করে রাখে। এসব অবস্থান ও কর্ডনের কাজ বিকাল ৫ টার মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ঢাকার রাস্তায় সাড়ে ৫ টার দিকে ট্যাংকের চলাচল ঢাকাবাসী অবলোকন করেছে। ঢাকার রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল এবং দোকান-পাট বন্ধ করা হয়েছিল। লোকজন আতংকে যার যার ঘরে অবস্থান করছিল।

বিকাল সাড়ে ৫ টায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ টেলিভিশনে প্রচার হওয়ার পর আমি বঙ্গভবন ত্যাগ করে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে চলে যাই। রাতভর টেলিফোনে বঙ্গভবন ও ঢাকা সেনানিবাসের খবর নিচ্ছিলাম। অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটছিল। ভয় করছিল এ জন্য যে, রাষ্ট্রপতির অনুগত সেনা গ্রুপগুলোকে পরাস্ত করে বিদ্রোহী সেনাপ্রধানের অনুগত বাহিনী ঢাকায় ঢুকে না পড়ে, অথবা ঢাকা সেনানিবাসে দু'গ্রুপে গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে লেঃ জেনারেল নাসিমের সমর্থক সেনা কর্মকর্তারা একে একে কেটে পড়েন এবং তিনি সেনাসদরে তাঁর অফিসে একা কার্যতঃ বন্দী হয়ে পড়েন। রাত আড়াইটায় নবনিযুক্ত সেনা প্রধান, মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানের নিকট লেঃ জেঃ (অবঃ) নাসিম সারেন্ডার করায় অভ্যূত্থান প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীতে কোর্ট অব ইনকোয়ারী গঠন করে অভ্যূত্থানের ঘটনার আনুষ্ঠানিক তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত আদালতের সুপারিশ অনুযায়ী ২৪ জন দোষী সেনা কর্মকর্তার ৭ জনকে বরখাস্ত করা হয়, ৮ জনকে অকালীন অবসর দেয়া হয় এবং ৯ জন এর বিরুদ্ধে নূতন সেনা প্রধান কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অভ্যূত্থান প্রচেষ্টার জন্য দায়ী সেনা কর্মকর্তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় অবদান রাখার কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা হয়।

২০ মে, ১৯৯৬ এর সংগঠিত ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করা এবং এটা সফলভাবে প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে আমার ভূমিকা আমার চাকুরী জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ দিন বঙ্গভবনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির পাশে থেকে উচ্চাভিলাষী সেনাপ্রধান ও তার অনুগত সেনা

www.nagorikpathagar.org

কর্মকর্তাদের অভ্যূত্থান প্রচেষ্টাকে মোকাবিলা করার জন্য আমার বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা যা কিছু করা প্রয়োজন ছিল আমি তাই করেছি এবং রাষ্ট্রপতির কাজে সহায়তা প্রদান সহ তাঁর নির্দেশ পালন করেছি। মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং দেশ প্রেমিক ও গণতন্ত্রকামী সেনা কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহায়তার জন্য দেশ ও জাতি একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অগণিত হত্যাসহ গৃহযুদ্ধ এবং সর্বোপরি আরেক দফা মার্শাল ল' শাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে। অধিকন্তু, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ রয়েছে। আমরা সকলেই জীবন বাজি রেখে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সহায় ছিলেন। সত্যের জয় হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীরা পরাস্ত হয়েছে, ফলে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা পেয়েছে।

এ ঘটনার দিন যারা আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি তাদের অনেকে, আমার কয়েকজন সহকর্মী ও সিনিয়র কলিগগণ এবং আমার পরিচিত জনেরা আমাকে ঘটনার পর থেকেই বলে আসছেন যে, এ বিষয়ে আমি যেন একটি বই লিখি।। এটি হবে একটি ঐতিহাসিক দলিল এবং দেশবাসী ও ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারবে ২০ মে, ১৯৯৬ তারিখে দেশে সত্যিকারে কি ঘটেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে। ঘটনার বাস্তব চিত্র জন সমক্ষে তুলে ধরার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। জানিনা, সকলে আমার লেখা বইটি কিভাবে গ্রহণ করবেন। আমি কোন লেখক নই। জীবনের প্রথম দিকে কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর প্রাক্তন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান-এ যোগদান করে সরকারী চাকুরীতে ৩২ বছর কাটিয়েছি। লেখা-লেখির কোন অভ্যাস আমার নেই। ভাষা, বিন্যাস ও ভাব প্রকাশে অনেক দৈন্য আছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক সমাজ আমার ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

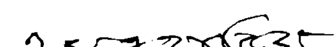

৬ ডিসেম্বর, ২০০২

(এম এ হাকিম)

লেখক

(বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব)

www.nagorikpathagar.org

১

২০ মে, ১৯৯৬ তারিখে বাংলাদেশে সংঘটিত হতে যাচ্ছিল একটি সামরিক অভ্যুত্থান। সময়মত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশ রক্ষা পায় একটি ভয়ংকর রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষও অকল্পনীয় হত্যাকাণ্ড থেকে; দেশের সংবিধানের পবিত্রতা থাকে অক্ষুণ্ন এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা থাকে অব্যাহত।

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি এন পি সরকারের আমলে গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ক্ষমতা বলে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর এ সময়ে দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। ঐ একই সাংশোধনীর ফলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৬১ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী সমূহের দায়িত্ব অর্পিত হয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতির উপর। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতার বহির্ভূত ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহ। সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ৬ এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে এ মর্মে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ রাষ্ট্রপতির অধীন ন্যস্ত থাকবে।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধণী অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ নিজেই দেখা শুনা করতেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব ছিল না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সরাসরি মাননীয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য নথি প্রেরণ করতেন। এরূপ পদ্ধতি ছিল সংসদীয় পদ্ধতি সরকারের ব্যতিক্রম এবং এ কেবলমাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান কল্পে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালের জন্য প্রযোজ্য। ইতিপূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পালন করতেন।

সংবিধান সংক্রান্ত আইন প্রনেতারা মনে করেছেন যে, অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ. তথা প্রধান উপদেষ্টার হাতে না রেখে দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা সমীচিন ও অধিকতর কার্যকরী। নিয়মিত সরকার গঠনের পর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, তথা প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পরিচালিত হবে।

১৯৯৬ সালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত ছিলাম। ১৯৯৫ সালের ১১ মার্চ আমি এ

www.nagorikpathagar.org

পদে যোগদান করি। দেশে সংসদীয় নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর আমি স্বাভাবিকভাবে পূর্বের ন্যায় সরকার প্রধান, অর্থাৎ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিয়ন্ত্রণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ করব এ ধারনাপোষণ করেছিলাম। প্রধান উপদেষ্টা শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে প্রথম যেদিন সকল সচিবদের সাথে বৈঠক করেন সেদিন আমি উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। তখন জানতাম না যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত। এর পরদিন রাষ্ট্রপতি আমাকে টেলিফোন করে বলেন যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত এবং প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে আমি যেন সরাসরি তাঁর আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করি এবং নথি প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে না পাঠিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাই। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক বিষয়ে রাষ্ট্রপতি তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের আদেশও অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এসব নথি ও প্রস্তাব স্বাভাবিক সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সরাসরি না পাঠিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তথা প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে পাঠানো হতো। রাষ্ট্রপতির টেলিফোন পাওয়ার পর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সাংশোধনীর বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি। অতঃপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কাজকর্ম আমি প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে সম্পাদন করতে থাকি।

ঘটনার সূচনা ঃ

২০ মে, ১৯৯৬ এর ঘটনার সূত্রপাত হয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের তদকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বিপি, পিএসসি-এর একটি প্রতিবেদন থেকে। মেজর জেনারেল মতিন উল্লেখ করেন যে, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ ৭ মার্চ ১৯৯৬ থেকে তিনি সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার বেআইনী, অশোভন, অনৈতিক ও বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর পান। তিনি তাদের এসব কার্যকলাপের খবর নিয়মিতভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল) এবং পরে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করতে থাকেন। এসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ এ,এস, এম, নাসিম, বীর বীক্রম, পিএসসি, মেঃ জেঃ হেলাল মোর্শেদ খান, বীর বীক্রম, পি এসসি, জিওসি, বগুড়া সেনানিবাস, ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান, উপ-পরিচালক, বিডি আর, মেজর (অবঃ)

www.nagorikpathagar.org

নাসির, ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজ ও লেঃ (অবঃ) কবির উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি (সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক) মেঃ জেঃ হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগঃ হামিদুর রহমান সম্বন্ধে লিখিত প্রতিবেদন দিতে বলায় ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৬ মেঃ জেঃ মতিন তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ প্রায়শই বিভিন্ন সরকারী কাজের অজুহাতে ঢাকা আসেন এবং কাজ শেষ হওয়ার পরও অতিরিক্ত ২/৩ দিন ঢাকায় অবস্থান করে থাকেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও যোগাযোগ করে থাকেন। বিশেষভাবে তিনি বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ির নিকট একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের বিভিন্ন পদবীতে পরিবর্তন সাধন ও দল গঠন সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। তিনি সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমমনা ও একই চিন্তাধারার অফিসারদের নিয়ে দল গঠনে সচেষ্ট রয়েছেন।

মেজর জেনারেল মোর্শেদ একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে থাকেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ, এতে তার পরিকল্পনা কার্যকর করতে (যেমন কিছু উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারদের বদলী) অসুবিধা হচ্ছে।

৭-৮ এপ্রিল, ১৯৯৬ সেনাসদরে সকল ফরমেশন কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ সভা শেষে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন এবং তার ঢাকাস্থ বাসায় ও মেজর (অবঃ) নাসিরের বাসায় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। তিনি এ সময়ে আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতার বাসায় গভীর রাত পর্যন্ত অবস্থান করেন।

মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও পারিবারিক জীবনের কতিপয় ঘটনা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যা সুস্পষ্টতঃই অশোভনীয় , অনাকাংখিত ও নীচু মানের।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান সম্পর্কিত প্রতিবেদন

ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমানের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা অতি নিম্নমানের। জানামতে বিগত অক্টোবর ১৯৮২-তে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি কোন একটি কোর্সে গমন করেন এবং সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদৌ মনযোগী ছিলেন না, বরং জনৈকা মার্কিন মহিলা সার্জেণ্টের সংগে অশোভনীয় আচরণ করেন। এ ঘটনায় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, তথা বাংলাদেশের সুনামও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন। বিষয়টি ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অবহিত করা হলে উক্ত অফিসারকে 'এটাচ' করা হয় এবং পরবর্তীতে মেজর পদে পদাবনতি প্রদান করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান সেনাবাহিনীর মধ্যে গ্রুপিং, তথা কোন্দল সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি সর্বদাই সেনাবাহিনীতে কর্মরত ১ম ওয়ার কোর্স ও ২য় ওয়ার কোর্সের বিভিন্ন অফিসারদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ পূর্বক দল সৃষ্টি করনে জড়িত রয়েছেন। তিনি সমমনা অফিসারদের সাথে মিলিত হয়ে দুরভিষন্ধিমূলক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন বদলী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

ব্রিগেডিয়ার মিরন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ করে থাকেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজ এর সঙ্গে সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশেষ করে উর্ধতন সেনা কর্মকর্তা বদলীর বিষয়ে আলোচনা করেন। বি ডি আর-এর পরিচালক (অপারেশন ও ট্রেনিং) হিসাবে কর্মরত কর্নেল সালামকে বর্তমান কর্মস্থল হতে সরানো ও পরবর্তীতে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার ব্যাপারে তিনি ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজ-এর সাথে আলাপ করেন।

মহাপরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর তার প্রতিবেদন দু'টির সাথে ১৭টি অডিও ক্যাসেট ও তাদের ট্রান্সক্রিপট রাষ্ট্রপতির অবগতির জন্য প্রেরণ করেন। ক্যাসেটগুলোতে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এ, এস, এম, নাসিম, মেঃ জেঃ হেলাল মোর্শেদ, ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান, মেজর (অবঃ) নাসির, ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজ, লেঃ (অবঃ) কবির ও আরও অনেকের টেলিফোনের কথোপথন রেকর্ড করা হয়েছিল। রেকর্ডকৃত ক .বার্তা থেকে উক্ত প্রতিবেদন ২টির বক্তব্য যাচাই করা হয়। তাছাড়া আরও .নক কিছু বলা হয়েছে যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালকের ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখের প্রতিবেদন পাওয়ার পরপরই রাষ্ট্রপতি বিষয়টি আমাকে জানাননি। তিনি হয়ত বিষয়টি বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং দেশের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে ভেবেছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি ১৭ মে, ১৯৯৬ তারিখ সকালে আমাকে বাসায় টেলিফোনে (রেড টেলিফোন) বললেন ঐদিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কি বিষয়ে কথা বলবেন তা আমাকে বলেননি, শুধু বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হবে। দিনটি ছিল শুক্রবার–সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমি আমার বাসা উত্তরা থেকে সন্ধ্যার পর রওয়ানা করে সাড়ে ৭টার দিকে বঙ্গভবনে উপস্থিত হই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ পাই। এ সময়ে কিছু আইনের বই, আর্মি এ্যাক্ট, বাংলাদেশ সংবিধান এবং ১৭টি ক্যাসেট ও তাদের ট্রান্সক্রিপট রাষ্ট্রপতির এ,ডি,সি রাষ্ট্রপতির নিকট রেখে গেলেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি তখন আমাকে দু'টি প্রতিবেদন পড়তে দিলেন। একটি প্রতিবেদন ছিল মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ সম্পর্কে এবং অপরটি ছিল ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান সম্পর্কে। এ প্রতিবেদন ২টি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমি প্রতিবেদন ২টি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়লাম। অতঃপর ক্যাসেটের ট্রান্সক্রিপটগুলো (একটি বাইণ্ডিং খাতা আকারে) আমাকে পড়তে বলা হলো। পড়া শেষে ক্যাসেটের ২/১টি অংশ টেপ-রেকর্ডারে আমাকে শুনতে বললেন। আমি সবিনয়ে রাষ্ট্রপতিকে বললাম যে আমার ক্যাসেট শুনার দরকার নেই। ট্রান্সক্রিপট পড়েই আমি সব ব্যাপার বুঝতে পেরেছি। তবুও মাননীয় রাষ্ট্রপতির আগ্রহে আমাকে কিছু অংশ শুনতে হলো।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নিরাপত্তা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও আসন্ন সংসদ নির্বাচনের সুষ্ঠ পরিবেশ এর সাথে জড়িত। সাধারণ নির্বাচনের আর মাত্র ৩/৪ সপ্তাহ বাকি। এমন সময়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে দেশে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হবে এবং দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হবে। আমি আরও বললাম যে, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমান সম্পর্কে সেনা প্রধানের মতামত জানা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি উত্তরে বললেন যে, সেনা

www.nagorikpathagar.org

প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম সব ঘটনার সাথে নিজেই সম্পৃক্ত, কাজেই তার কাছ থেকে মতামত চাওয়ার কোন অবকাশ নেই। রাষ্ট্রপতি আরও জানালেন যে, সেনা-প্রধানের পছন্দের কিছু সংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের সেনা অফিসারকে ঢাকায় আনার জন্য এবং কিছু সংখ্যক অফিসার (সেনা প্রধানের ততটা অনুগত নয়)-কে ঢাকার বাইরে বদলী করার জন্য সেনা প্রধান অনেক পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু তা রাষ্ট্রপতি মানেন নি। এমনিভাবে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ পরীক্ষা নীরিক্ষার পর মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমানকে চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (যাবতীয় আর্থিক সুবিধাসহ) করার জন্য আমি একটি প্রস্তাব সার-সংক্ষেপ আকারে তখনই তার নিকট পেশ করি। এ কাজের জন্য বঙ্গভবনে টাইপিষ্ট রাখা আছে বলে রাষ্ট্রপতি আমাকে বললেন। তখন ঘড়িতে সময় প্রায় রাত ১০টা। আমি বললাম যে যত কিছুই করা হোক না কেন পরে: দিন ৯টা/১০টার পূর্বে মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি আদেশ জারি করা সম্ভব হবে না। তদকালে অফিসের সময় ছিল সকাল ৮টা থেকে বিকাল আড়াইটা পর্যন্ত। কাজেই এই রাত্রে সার-সংক্ষেপ তৈরী না করে পরদিন সকাল ৯টার মধ্যে আমি সার-সংক্ষেপ মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর অনুমোদনের জন্য পেশ করব এবং প্রজ্ঞাপনের খসড়াও সাথে থাকবে।

পরদিন, অর্থাৎ ১৮ মে সাভারের পিএটি সি-তে একটি সেমিনারে প্রতিরক্ষা বিষয়ে একটি আলোচনা বৈঠকে আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। আমি ঐ সেমিনারে না গিয়ে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হলাম। আমার পি,এ, সিদ্দিকুল ইসলাম ছাড়া তখন অফিসে কেউ আসে নি। সংশ্লিষ্ট সহকারী সচিব সফিউর রহমান কিছুক্ষণ পর অফিসে এলে তাকে ডেকে মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান সম্পর্কে দু'টি সার-সংক্ষেপ আমার অফিস কক্ষে বসেই প্রস্তুত করতে বললাম। সার-সংক্ষেপে মাননীয় রাষ্ট্রপতির মৌখিক নির্দেশের বরাতে উক্ত অফিসার দু'জনকে চাকুরী থেকে অবিলম্বে অকালীন অবসর প্রদানের প্রস্তাব করা হলো। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম সচিব ব্রিগেঃ বাশার ও উপ-সচিব সাইফুল ইসলাম অফিসে এসে গেছেন। তাদেরকেও বিষয়টি জানালাম, কারণ এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সকলের

www.nagorikpathagar.org

জানা থাকা সমীচীন মনে করলাম। তবে বলে দিলাম যে বিষয়টি অতি গোপনীয় এবং সরকারী আদেশ সেনাসদরে পাঠানোর পূর্বে কাউকে জানানো যাবে না।

আর্মি এ্যাক্ট, আর্মি রুল্‌স ও আর্মি রেগুলেসন্স এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী উক্ত অফিসার দু'জনকে চাকুরী থেকে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর প্রদানের প্রস্তাব সম্বলিত দু'টি সার-সংক্ষেপ বেলা ১০টার দিকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির নিকট আমি নিজে উত্থাপন করলাম। রাষ্ট্রপতি সার-সংক্ষেপগুলো নিজে পড়ে তাতে অনুমোদন প্রদান করলেন এবং মৌখিক নির্দেশ দিলেন যে উক্ত অফিসার ২ জনের বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়ার আদেশ যেন তখনই জারী করা হয়। আদেশের একটি কপি তদানিন্তন সি জি এস (চীফ অফ জেনারেল স্টাফ) মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে দেওয়ার জন্য তিনি বললেন। বঙ্গভবন থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে (গণ-ভবন কমপ্লেক্সে অবস্থিত) আসতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ ২টি আমি যথারীতি যুগ্ম সচিব ব্রিগেডিয়ার বাশারকে চিহ্নিত করে তাঁর হাতে দেই এবং অবিলম্বে আদেশ জারীর নির্দেশ দেই। ঐদিন (১৮-৫-৯৬ ইং) বেলা ১২টার দিকে আদেশ ২টি সহকারী সচিব সফিউর রহমান-এর দস্তখতে জারী করা হয়। সেনাসদর দপ্তরের এম, এস, (মিলিটারী সেক্রেটারী) ব্রাঞ্চকে টেলিফোনে জানানো হয় যে, আদেশ ২টি পাওয়া মাত্র যেন সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরকে নিয়ম মাফিক কমিউনিকেট করা হয় এবং তারা যেন অবিলম্বে দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। মন্ত্রণালয় থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এ জাতীয় আদেশ সরাসরি সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরকে দেওয়া হয় না। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পি,এস, ও (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) -কে আদেশের কপি পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

২
ঘটনার পূর্বদিন

পরদিন, অর্থাৎ ১৯ মে, ১৯৯৬ দুপুরে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে আমার নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, রাষ্ট্রপতির আদেশ কার্যকরী হয়েছে কিনা এবং মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও বিগ্রেঃ হামিদুর রহমান স্বস্ব দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন কিনা। আমি তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন উত্তর দিতে পারিনি, কারণ সেনাসদর থেকে তখনও এ ব্যাপারে কোন কিছু জানতে পারা যায়নি। পি,এস, ও, মেজর জেনারেল এম, এস, এ, ভুঁইয়ার সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানতে পারলাম যে তিনিও আদেশ কার্যকরী করা সম্পর্কে কিছু জানেন না। বিষয়টি আমি যথাসময়ে রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরীকে টেলিফোনে জানিয়ে দেই।

অন্যদিকে সেনা সদরদপ্তরে আদেশ ২টি পৌঁছার পর যা যা ঘটেছিল তা নিম্নরূপ ঃ

১৮ মে, ১৯৯৬ তারিখ বিকাল প্রায় ২টার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দুইটি সেনাসদরে পৌঁছে। তদকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল এ,এস,এম, নাসিম ঐ সময়ে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল ঘুর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় সফররত ছিলেন। তিনি বিকাল ৪টায় ঢাকায় ফিরে এলে হেলিপ্যাডে তাঁকে প্রজ্ঞাপন দুটি দেখানো হয়। সেনাপ্রধান এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপ করবেন বলে প্রজ্ঞাপন দুটি নিজের কাছে রাখেন। সেনাপ্রধান বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি বিধায় তিনি তখন ডিজি,বিডি আর, সকল ডিভিশন কমান্ডার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিগেড কমান্ডারগণকে টেলিফোনে অবগত করেন।

সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল এ,এস,এম, নাসিম বিষয়টি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনার জন্য ঐদিনই সাক্ষাতের সময় দেওয়ার জন্য এম,এস,পি,কে টেলিফোনে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতের সময় পরদিন, অর্থাৎ ১৯ মে সকাল ১০টায় নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত সময়ে সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমান এর কথিত অনঅভিপ্রেত কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। তিনি আরও বলেন যে, সেনাপ্রধান হিসাবে সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও সম্মান তার উপর বর্তায়। আলোচনার এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি জানান যে অবসর প্রদত্ত অফিসারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতসহ গুরুতর অভিযোগ আছে এবং এর কিছু কিছু টেপ-রেকর্ড করা হযেছে। সেনাপ্রধান তখন বলেন যে, উক্ত অফিসারদ্বয়কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান অথবা একটি তদন্ত আদালত গঠন করে আনীত অভিযোগ সমূহের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এর প্রেক্ষিতে

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপতি তাকে অবসর প্রদানের আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য বলেন এবং এ বিষয়ে তার কিছু বলার থাকলে তা লিখিতভাবে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী সেনাপ্রধান লিখিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট ১৯ মে রাতে একটি পত্র পাঠান। পত্রে শুধুমাত্র অবসর দানের আদেশ বাতিলের অনুরোধ করা হয়, কিন্তু কোন তদন্ত আদালত গঠনের সুপারিশ করা হয়নি।

অন্যদিকে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম রাষ্ট্রপতির আদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ১৯ মে রাতে ৪ (চার) জন সিনিয়র সেনা অফিসারকে সংযুক্তির (এ্যাটাচমেন্ট) আদেশ দেন। অফিসারগন হলেন মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, ডিজি,ডি এফ আই, মেজর জেনারেল সুবিদ আলি ভুঁইয়া, পিএস ও, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ব্রিগেঃ মোঃ আবদুর রহিম, অধিনায়ক, ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড এবং কর্নেল মোঃ আবদুস সালাম, ডাইরেক্টর অপরারেশন ও ট্রেনিং, বিডিআর। এই আদেশ ছিল অবৈধ। ডিজি,ডিএফ আই, পিএসও, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ও বিডিআর-এর ডাইরেক্টর সম্পর্কে এ জাতীয় আদেশ একমাত্র রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপক্ষে মন্ত্রণালয় জারী করতে পারে। সেনাপ্রধানের এসব ক্ষেত্রে কোন ক্ষমতা নেই, কারণ এসব পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া ব্রিগেঃ রহিম ও কর্নেল সালাম সম্পর্কেও এরূপ আদেশ সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেক সেনাপ্রধান জারী করতে পারেন না। কারণ রুল্‌স অব বিজিনেস অনুযায়ী কর্নেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলী ইত্যাদির আদেশ মন্ত্রণালয় সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের আওতাধীন। সেনাপ্রধান এই আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি কর্নেল সালাম ব্যতীত অন্য ৩ (তিন) জন অফিসারের বাসস্থানের সকল টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়ে দেন। এই তিনজন অফিসার ক্যাটন্টনমেন্টে থাকতেন এবং কর্নেল সালাম থাকতেন ক্যান্টেনমেন্টের বাইরে, বিডিআর ক্যাম্পাসে। সেনাপ্রধান টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটি ব্রিগেঃ আজিজুল হক, অধিনায়ক, আর্মি সিগনাল ব্রিগেড এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। জানা যায় যে, উক্ত তিনজন আর্মি অফিসারের সাথে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসস্থানের (ক্যান্টমেন্টে অবস্থিত) টেলিফোন লাইনও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

মেজর জেনারেল মতিন এ রূপ অবাঞ্চিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাত ১১টার দিকে (১৯ মে) তার অফিসে চলে আসেন এবং তাঁর ডাইরেক্টরদের ডেকে ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করেন। ঐ রাত তিনি অফিসে কাটান। রাতে মোবাইল ফোনের সাহায্যে মেজর জেনারেল ভুঁইয়ার সাথে যোগাযোগ করে তাকে পরদিন সকালে মেজর জেনারেল মতিনের অফিসে আসতে বলেন।

www.nagorikpathagar.org

২০ মে, ১৯৯৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মেজর জেনারেল ভুঁইয়া মেজর জেনারেল মতিনের অফিসে যান এবং সেখান থেকে তাঁরা দু'জন সকাল পৌনে ৯টার দিকে বঙ্গভবনে পৌঁছান। অফিসারদ্বয় এম,এস,পি-এর অফিস কক্ষে অবস্থান করতে থাকেন ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং রাষ্ট্রপতির অপেক্ষায় থাকেন। ইতিমধ্যে তারা জানতে পারেন যে, আনুমানিক সকাল ৯টায় সেনাসদর ঢাকা সেনানিবাসের প্রত্যেক এমপি চেক পোষ্টে নির্দেশ দেয় উক্ত অফিসারদ্বয় যেন সেনানিবাস ত্যাগ করতে না পারে ও তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং চেক পোষ্টে তাদের ছবি রাখা হয়। অফিসারদের ভাগ্য ভাল যে এ নির্দেশ চেক পোষ্টে পৌঁছার পূর্বেই তারা বঙ্গভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ডিজি,ডিএফ আই সদর দপ্তরে অবস্থানরত অফিসারগণ তখন বিভিন্ন সেনানিবাসের পরিস্থিতি তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বকারী অফিসারদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মেজর জেনারেল মতিনকে জানাচ্ছিলেন। আনুমানিক পৌনে ১০টায় ডিজি,ডি এফ আই এর একজন ডাইরেক্টর কর্নেল মঞ্জুর সদ্য টেপকৃত একটি টেলিফোন বার্তা মেজর জেনারেল মতিনকে জানান। এতে ছিল লেঃ জেনারেল নাসিম ও আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজের কথোপকথন। এ আলোচনায় সেনাপ্রধান বঙ্গভবন দখল করে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের হুমকি দেন এবং একটি রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। কর্নেল মঞ্জুর আরও জানান যে লেঃ জেনারেল নাসিম তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে সকাল ৭ টা থেকে ৯টার মধ্যে (২০ মে) সকল এরিয়া কমান্ডারদের সাথে আলাপ করেন এবং প্রত্যেককে ঢাকা অভিমুখে সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেড গ্রুপ করে পাঠানোর জন্য মৌখিক নির্দেশ দেন। এ মৌখিক নির্দেশের অনুসরণে পরবর্তীতে লিখিত নির্দেশও পাঠানো হয়। তদানুযায়ী ১১ পদাতিক ডিভিশন (বগুড়া), ১৯ পদাতিক ডিভিশন (ময়মনসিংহ) ও ৫৫ পদাতিক ডিভিশন (যশোর) ঢাকা অভিমুখে সেনা ব্রিগেঃ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, জি,ও,সি, ৯ পদাতিক ডিভিশন (সাভার) ডিজি,ডি এফ আই মেজর জেনারেল মতিনকে জানান যে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম তাকে সাভার থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য ব্রিগেঃ রবের নেতৃত্বে (৭১ পদাতিক ব্রিগেড) ঢাকায় পাঠাতে বলেছেন। উত্তরে তিনি পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করবেন না। এ সকল খবর রাষ্ট্রপতি আনুমানিক পৌনে ১০টায় অফিসে আগমন করলে তাকে জানান হয়। ঐদিন সকাল সাড়ে ১০টায় রাষ্ট্রপতির নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছিল। সেনাপ্রধান কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি এসব প্রোগ্রাম বাতিল করেন।

www.nagorikpathagar.org

৩

২০মে, ১৯৯৬-এর ঘটনা

আমি ২০ মে সকাল ৮ টার মধ্যে আমার অভ্যাসবশতঃ অফিসে উপস্থিত হই। জরুরী কিছু কাজ কর্ম সেরে ৯টার দিকে বিশেষ প্রয়োজনে আমি সোনালী ব্যাংকের রমনা ব্রাঞ্চে যাই এবং ১০টার সময় অফিসে ফিরে আসি। এসেই আমার ব্যক্তিগত স্টাফদের কাছ থেকে জানতে পারি যে কিছুক্ষণ আগে রাষ্ট্রপতি আমাকে টেলিফোনে খোঁজ করেছিলেন। এসব কথা বলতে বলতেই আমার লাল টেলিফোন বেজে উঠে। টেলিফোন তুলে শুনতে পাই অন্যপ্রান্ত থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি কথা বলছেন। সালাম বলার পর তিনি আমাকে সংক্ষেপে বললেন যে অবিলম্বে আমি যেন বঙ্গভবনে চলে আসি। ইতিপূর্বে আমি খবর নিয়েছিলাম যে বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্ত অফিসারদ্বয় তখন ও দায়িত্ব ত্যাগ করেন নি এবং সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতির আদেশ বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন না। পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করেছে বুঝতে পারলাম। আমি তখন অন্য সব কাজ ফেলে এবং ঐদিন সাভার পি এ টিসি-তে আমার পূর্ব নির্ধারিত সেমিনারে যাওয়া হবে না জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমার একান্ত সচিব আফতাব আলিকে নির্দেশ দিয়ে বঙ্গভবনে রওয়ানা হই। যানজট ইত্যাদি অতিক্রম করে বেলা আনুমানিক ১১টায় বঙ্গভবনে পৌঁছি। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের কামরায় মেজর জেনারেল মতিন ও মেজর জেনারেল ভুঁইয়াকে দেখতে পাই। তাদেরকে অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। তাদের নিকট থেকে সেনাপ্রধান কর্তৃক সৃষ্ঠ পরিস্থিতি ও তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমি জানতে পারি। আরও জানতে পারি যে ময়মনসিংহ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রিগেঃ জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে এক ব্রিগেড গ্রুপ সেনা ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করবে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির অফিস কক্ষে যাওয়ার জন্য আমাদের ডাক পড়ে। রাষ্ট্রপতিকে উপস্থিত জেনারেলদ্বয় ও এম এস পি সর্বশেষ পরিস্থিতি অবগত করেন। রাষ্ট্রপতি তখন আমার মতামত জানতে চান। আমি বলি যে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইহা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি আরও বলি যে, যদিও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর ব্যাপারে এককভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবুও দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আসন্ন জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

সংসদ নির্বাচনের কথা বিচেনায় রেখে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। আমি আরও বলি যে নৌবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধানের সাথেও এ বিষয়ে কথা বলা দরকার ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাদের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা-বার্তার পর মাননীয় রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান, আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল নুরুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার কমোডর শমশের আলীকে (বিমানবাহিনী প্রধান জামালউদ্দিন আহম্মেদ দেশের বাইরে ছিলেন) রেড টেলিফোনে তৎক্ষণাৎ বঙ্গভবনে আসতে অনুরোধ করেন। বেলা সাড়ে ১১টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান, আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল নুরুল ইসলাম ও বিমানবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান এয়ার কমোডর শমশের আলী একে একে বঙ্গভবনে উপস্থিত হন। বঙ্গভবনের সভাকক্ষের পাশের লাউঞ্জে তখনই রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে একটি আলোচনা বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন মেজর জেনারেল মতিন, মেজর জেনারেল ভুঁইয়া, মেজর জেনারেল রুহুল আলম, রাষ্ট্রপতির সচিব নুরুদ্দিন আল মাসুদ (মরহুম) এবং আমি প্রতিরক্ষা সচিব। সভায় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ দেন মেজর জেনারেল মতিন ও মেজর জেনারেল ভূঁইয়া। সভায় কয়েকটি ক্যাসেট আংশিক বাজিয়ে শুনান হয় যেখানে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি ছিল এবং মেজর জেনারেল ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের বেআইনী নির্দেশ ছিল। বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলেই আলোচনায় অংশ নেন। রাষ্ট্রপতি আমাকে কিছু বলার জন্য নির্দেশ দিলে আমি উল্লেখ করি যে, সেনাপ্রধান কর্তৃক সৃষ্ট এই অযাচিত পরিস্থিতির মূলে রয়েছে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমান-এর বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ। রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ আইনানুগভাবে এবং সেনাবাহিনীর শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য এই আদেশ জারী করেছেন। সেনাপ্রধান

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপতির এই আদেশ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পরবর্তীতে এই আদেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির পুনর্বিবেচনার আশ্বাস না মেনে সম্পূর্ণ বেআইনী ও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে সেনা ব্রিগেড গ্রুপ ঢাকায় এনে রাষ্ট্রপতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর সার্বিক শৃংখলার অবনতি বিবেচনা করে এমতাবস্থায় আমাদের উচিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সেনাপ্রধানের এরূপ বেআইনী চাপের নিকট রাষ্ট্রপতিকে নতি স্বীকার (সারেণ্ডার) করতে না হয়। আমার মতামতের সাথে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দ্বিমত পোষণ করলেন। তবে মনে হলো মাননীয় রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হলেন। আরও কিছু আলোচনার পর প্রধান উপদেষ্টার প্রস্তাব অনুযায়ী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নৌবাহিনী প্রধান ও অস্থায়ী বিমান বাহিনী প্রধানকে তাঁর নিকট অবিলম্বে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদেরকে বলা হয় যে, সেনাপ্রধান অবিলম্বে সকল সেনা সদস্যকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিবেন এবং তা অতিসত্ত্বর রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টাকেও সেনাপ্রধানকে আইন ও সেনা-শৃঙ্খলার পরিপন্থি কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অন্যদিকে ঐদিন বেলা ১টার সময় সেনাপ্রধান সেনা সদরের সম্মেলন কক্ষে সেনা সদরের সকল অফিসার এবং ঢাকাস্থ কর্নেল ও তদূর্ধ অফিসারদের এক সভা আহ্বান করেন এবং সেখানে তিনি উপস্থিত সকলকে তার অবস্থানের পক্ষে থাকার জন্য বলেন। সিজিএস মেজর জেনারেল (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল) মাহবুবুর রহমান ঐ সভায় অভিমত দেন বিষয়টি সমঝোতার মাধ্যমে নিরসন করার জন্য। আনুমানিক বেলা ২টার সময় নৌবাহিনী প্রধান ও অস্থায়ী বিমান বাহিনী প্রধান সেনাপ্রধানের অফিসে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎ পান এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেনাপ্রধান দু'জন সেনা অফিসারের অবসর প্রদানের আদেশ বাতিল ব্যতীত অন্য কোন ছাড় দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং রাষ্ট্রপতির আদেশকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেন। প্রধান উপদেষ্টার নিকট থেকেও রাষ্ট্রপতি টেলিফোনে লেঃ জেনারেল নাসিমের অনুরূপ মতামত জানতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এ সময়ে ডিজি, ডিএফ আই-এর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছিল তা অত্যন্ত শঙ্কাজনক এবং সেনা বিদ্রোহের শামিল। ক্রমশঃ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গভবনের নিরাপত্তা দারুন হুমকীর সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রপতি পরিস্থিতি সম্পর্কে উপস্থিত সকল সেনা কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপতির সচিব ও আমার সাথে পুনরায় আলোচনা করেন। সময় খুব দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। কমান্ড পর্যায়ের উপস্থিত সেনা কর্মকর্তাগণ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির তাৎক্ষণিক নির্দেশ চাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, ব্রিগেঃ বাশার, উপসচিব সাইফুল ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট সহকারী সচিবকে আর্মি এ্যাক্ট ও অন্যান্য আইনের বই-পুস্তকসহ বঙ্গভবনে উপস্থিত হওয়ার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ দেই।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত দেন যে, যেহেতু সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম রাষ্ট্রপতির বৈধ আদেশ অমান্য করে চলেছেন এবং বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকা অভিমুখে সেনা ব্রিগেড পাঠানোর নির্দেশ দানের মাধ্যমে সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত করেছেন, সেহেতু অবিলম্বে তাকে সেনাপ্রধান পদ থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হউক। সেনাপ্রধান পদে ঐ মূহূর্তে কাকে নিয়োগ দান করা যায় সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে আমার সাথে এবং মেজর জেনারেল মতিন, মেজর জেনারেল ভূঁইয়া ও মেজর জেরারেল রুহুল আলমের সাথে আলোচনা করেন। মেজর জেনারেল মতিন ও মেজর জেনারেল ভূঁইয়া দু'জনই মতামত দিলেন যে তাদের দু'জনের কারও সেনাপ্রধান ঐ মুহূর্তে হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবে এবং লেঃ জেনারেল নাসিমের পক্ষে এ বলে প্রচারণা চালানো হবে যে তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরিয়ে দিয়ে হীনস্বার্থে ডিজি এফ আই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। তদকালীন সিজিএস মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানের নাম তখন আলোচনায় আসে। কিন্তু তাঁর দু'টি নেগেটিভ পয়েন্ট ছিল যে, তিনি তখন ২য় বারের মত একস্‌টেনশনে ছিলেন এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধা নন। তিনি মেজর জেনারেল গোলাম কাদের এর পর সিনিয়র মোষ্ট। মেজর জেনারেল গোলাম কাদের,ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চীফ দৃশতঃ মেজর জেনারেল নাসিমের পক্ষে কাজ

www.nagorikpathagar.org

করছিলেন বলে জানা গেল। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মেজর জেনারেল মাহবুব রহমানকেই সেনাপ্রধান পদের দায়িত্ব সাময়িকভাবে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতির পক্ষে আমি এমএসপি-এর রুম থেকে টেলিফোনে মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করে জানাই যে, লেঃ জেনারেল নাসিমকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে এবং তাকে সেনাপ্রধান পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ মর্মে সরকারী আদেশ এখনই (আনুমানিক ২টা) জারী করা হচ্ছে। আমি তাকে আরও পরামর্শ দেই যে, ঐ মুহূর্তে তিনি সেনাসদর ত্যাগ করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং সেখান থেকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তিনি তাই করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ১৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডে অবস্থান গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আগত যুগ্ম সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ সরকারী আদেশ জারী করার ব্যাপারে আলোচনা করি এবং রাষ্ট্রপতির জন্য দু'টি সার-সংক্ষেপ ও দু'টি প্রজ্ঞাপন জারীর খসড়া প্রস্তুত করি। একটি লেঃ জেনারেল নাসিমকে বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর দান সংক্রান্ত এবং অপরটি মেজর জেনারেল মাহবুবকে সাময়িকভাবে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত। অতি দ্রুত এ কাজগুলি সম্পন্ন করে নথিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করা হয় এবং প্রজ্ঞাপন দু'টি জারী করে যথা নিয়মে সংশ্লিষ্টদের নিকট অনুলিপি পাঠানো হয়।

অতঃপর আমি চিন্তা করলাম যে, তখনকার যে পরিস্থিতি তাতে শুধু কাগজ কলমে সেনাবাহিনী প্রধানের রদবদল প্রজ্ঞাপন জারী করে তা কার্যকরী করা যথেষ্ট নয় এবং সেনাবাহিনীতে কি জাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা দেশবাসী এবং বিশেষ করে সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ও অফিসারদের জানা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতিকে আমার ভাবনার কথা জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতির সচিব নুরুদ্দিন আল মাসুদ (মরহুম) ও প্রেস সচিব আবদুস সোবহানকে ডাকলেন এবং বিষয়টি আলোচনা করলেন। আমি প্রস্তাব করলাম যে সেনাবাহিনীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ রাষ্ট্রপতির জাতির

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে একটি ভাষণের মাধ্যমে রেডিও এবং টেলিভিশনে অবিলম্বে প্রচার করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে স্থির হয় যে, প্রেস সচিব তখনই তার সহকর্মী আবু জাফরকে নিয়ে ভাষণের খসড়া প্রণয়ন করবেন এবং আমি ঘটনাবলীর ক্রমানুসারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাদেরকে দিব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাষণের খসড়া প্রস্তুত করে বিকাল ৩টার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে দেখানো হয়। রাষ্ট্রপতি ভাষণ অনুমোদন করে নির্দেশ দিলেন যে রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারের নিমিত্তে রাষ্ট্রপতির ভাষণ রেকর্ড করার জন্য সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলীরা যেন তৎক্ষণাৎ বঙ্গভবনে চলে আসেন। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব টিভি ও রেডিও-এর মহাপরিচালকদ্বয়কে টেলিফোনে জানালে সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলী ও কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে বঙ্গভবনে হাজির হন। বিকাল সাড়ে ৩টায় রাষ্ট্রপতির অফিস কক্ষে ভাষণ রেকর্ড করা হয়। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রেকর্ডকৃত ভাষণ বিকাল ৫টা/সাড়ে ৫টায় প্রথম প্রচার করা হবে এবং বিটিভিতে রাত ৮টার বাংলা সংবাদ-এর পর ২য় বার প্রচার করা হবে। রেকর্ডকরণ ও সম্প্রচারণের মধ্যে কিছু সময় নেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে বিষয়টি সবার জানার পূর্বেই যেন সাভার সেনানিবাস থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ও ট্যাংক বঙ্গভবন ও ঢাকা সেনানিবাসে এসে পৌছে যায় এবং যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, ৯ম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান ইতিপূর্বেই রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন ও সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের অন্যায় আদেশ মানবেন না বলে জানিয়েছিলেন। তাই লেঃ জেনারেল নাসিমকে অব্যহতি দেওয়ার সংবাদ তাকে জানালে তিনি এক ব্রিগেড সৈন্য ঢাকা ময়মনসিংহ রাস্তার শ্রীপুরে এবং এক ব্রিগেড সৈন্য আরিচা পাঠান যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও বগুড়ার সেনাদেরকে ঢাকায় অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করার জন্য। এছাড়া বঙ্গভবনের নিরাপত্তা বিধান ও ঢাকা সেনানিবাস ঘিরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য এবং ১০টি+১০টি, মোট ২০টি ট্যাংক ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন বিকাল পৌনে ৪টার দিক। সাভার থেকে ঢাকা আসতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে হিসাবে করে রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিকাল সাড়ে ৫টায় রেডিও এবং টিভিতে সম্প্রচার করা হয়। (রাষ্ট্রপতির ভাষণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

www.nagorikpathagar.org

মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের কিছু কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"---- ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সাংশোধনীর মাধ্যমে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ত্রয়োদশ সাংশোধনীর মাধ্যমে সুষ্ঠ বিধান মোতাবেক আমি কাল বিলম্ব না করে দশজন উপদেষ্টাসহ একজন প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করি।"

"..... সংবিধান অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং তিনি বর্তমানে দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। সাংবিধানের ত্রয়োদশ সাংশোধনী অনুযায়ী দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী সমূহের দায়িত্ব অর্পিত হয়।"

"দেশের সেনাবাহিনী দেশের গৌরব। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব পালন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য অপরিহার্য। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সদস্যদের অপরিসীম ত্যাগ আমাদের সবার মানসপটে অম্লান হয়ে আছে। .... সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আর্মি এ্যাক্ট-এর বিধান দ্বারা পরিচালিত। সাহসিকতাপূর্ণ ও কল্যাণময় কাজের জন্য যেমন তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে শৃঙ্খলা ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।"

"সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দু'জন কর্মকর্তাকে আর্মি এ্যাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অনুযায়ী নুন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে যাবতীয় আর্থিক সুবিধাসহ বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে। আমি মনে করি তাঁদের প্রতি প্রদত্ত এই আদেশ অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও নমনীয়। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আমাকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। ....মেজর জেনারেল জি এইচ মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম, বগুড়ার এরিয়া কমান্ডর এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভংগ, নৈতিক পদস্খলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি প্রয়াসের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর

www.nagorikpathagar.org

রহমান বাংলাদেশ রাইফেলস-এর উপ-মহাপরিচালক-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগসহ সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উস্কানী প্রদান, নৈতিক পদস্খলন, প্রতারণার মাধ্যমে পদোন্নতি গ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং শৃঙ্খলা ভংগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

"উপরস্থ কর্মকর্তার আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করা সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আবু সালেহ মোঃ নাসিম, বিবি, পিএসসি এই আদেশ পালন না করে ঔদ্ধ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন ও সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভংগ করেছেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল কাজ করেছেন, যা একজন সেনা কর্মকর্তার জন্য গুরুতর অপরাধ। তদুপরি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্তব্যে নিয়োজিত তিনি তাঁর অনুগত সেনা সদস্যদেরকে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ক্ষমাহীন ঔদ্ধ্যত্ব জাতি মেনে নিতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সাথে সার্বিক বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে, সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এবং জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর আইন মোতাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আবু সালেহ মোঃ নাসিম, বিবি, পিএসসিকে আজ হতে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে এবং চীফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান, পিএসসিকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ দান করা হয়েছে। এই আদেশ ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে।"

"জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমি দেশবাসীকে ধৈর্য্যও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানাচ্ছি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে আমি দেশবাসীর প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। .... জাতি যখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করার পয়াসে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এক অনভিপ্রেত পরিস্তিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তা বানচাল করার অপচেষ্টা জনগণ মেনে নেবেনা। এই সময় দেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পুলিশ, বিডিআর, আনসার এবং সর্বোপরি সামরিক বাহিনীর

www.nagorikpathagar.org

সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দের কাছে আমার আকুল আবেদন ঃ ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধে থেকে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যহত অগ্রযাত্রায় শরীক হোন এবং দেশ ও জাতীর স্বার্থে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়ান। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন, এটা আমার বিশ্বাস।"

রাষ্ট্রপতির রেকডকৃত ভাষণ যথাক্রমে বিকাল ৫.৩০ ও ৫.৪০ ঘটিকায় রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাভার থেকে আগত সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার রাস্তায় জন-সাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং অনুমান করতে থাকে যে দেশে বিরাট রকমের কোন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। ঢাকার রাস্তা প্রায় ফাকা হয়ে পড়ে ও দোকান-পাট অসময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে সাভার হতে মেজর মোর্শেদের নেতৃত্বে ১০টি ট্যাংক প্রায় সাড়ে ৫টায় বঙ্গভবনে পৌছে এবং ৪৮ ইঃবেঙ্গলের একটি কোম্পানী প্রায় ৬টায় বঙ্গভবনে পৌছে। এই অতিরিক্ত সৈন্যদল, ট্যাংক ও পিজি আর এর সমনন্বয়ে বঙ্গভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। সাভার হতে আরও ১০টি ট্যাংক ও ৪৮ ইঃ বেঙ্গলের আরও একটি কোম্পানী ঢাকা সেনানিবাসে ১৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডে অবস্থানরত নূতন সেনাপ্রধানের নিকট রিপোর্ট করে। ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড-৪২ ইঃ বেঙ্গলের সৈনিক দ্বারা ঢাকা সেনানিবাসের জাহাঙ্গীর গেট সুরক্ষিত করে। ১৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের ৫৭ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী ব্যাটালিয়ন থেকে বের হয়ে আর্মি স্টেডিয়ামে এসে অবস্থান নেয়। ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড সেনাসদর ঘেরাও করার প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ থেকে আগত ৭৭ ব্রিগেড রাজেন্দ্রপুর হতে ৩ কিঃ মিঃ উত্তরে এসে পৌছে যায়। তখন ডিজিএফ আই ডেট কমান্ডার তাদেরকে সামনে জয়দেবপুরে আগত ৯ ডিভিশনের অনুগত সেনাদলের কথা জানান এবং রক্তপাত এড়ানোর কথা বললে ৭৭ ব্রিগেড পিছনে হটে গিয়ে ত্রিশালে (থানাসদর) অবস্থান গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, বগুড়া ও ময়মনসিংহ থেকে একটি ব্রিগেড করে সেনাদল ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন, জিওসি, ৩৩ পদাতিক ডিভিশন (কুমিল্লা) এক ব্রিগেড সেনাদল ঢাকা পাঠান এবং তারা কাচপুর ব্রীজের নিকট অবস্থান নেয়। অনুরূপভাবে সাভার থেকে ৯ আর্টিলারী ব্রিগেড বিকাল প্রায় ৫টায় আরিচা ঘাটে পৌছে সকল ফেরী আটক করে যাতে বগুড়া থেকে অগ্রসরমান সেনাদল যমুনা নদী পার হতে না পারে।

www.nagorikpathagar.org

৪

বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে কতিপয় সেনা ব্রিগেডের ঢাকা অভিমুখে যাত্রা ও প্রতিরোধের ফলে প্রত্যাবর্তন

সেনা সদর, ঢাকা ঃ

২০ মে সকালে তদকালীন সিজিএস মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান (পরবর্তীতে সেনাপ্রধান) অফিসারদের সাথে দুজন অফিসারকে অকালীন অবসর দানের আদেশকে কেন্দ্র করে সেনাপ্রধানের সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশের ব্যাপারে আলাপ করেন এবং সকল পিএস ও (এজি ছাড়া)-দের সঙ্গে নিয়ে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম এর অফিসে গিয়ে সেনা মোতায়েন না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। ঐদিন দুপুরে সেনাপ্রধান সরাসরি সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে এম, ও (মিলিটারী অপারেশন) পরিদপ্তরের লেঃ কর্নেল শহীদকে একটি সিগন্যাল তৈরী করতে বলেন। সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে একটি ড্রাফট সিগন্যাল প্রাক্তন সিজি এস-এর অনুমোদনের জন্য উথাপন করা হলে তিনি বিষয়টি গুরুতর বিধায় সিদ্ধান্ত নিতে সময়ের প্রয়োজন বলে জানান। বেলা আড়াইটায় প্রাক্তন ডিপিএস ব্রিগেঃ কে এম আবু বাকের সিগন্যালটি তৈরী কিনা খোঁজ নেন ও তরান্বিত করতে লেঃ কর্নেল শহীদকে বলেন। আনুমানিক বিকাল ৪ ঘটিকায় লেঃ কর্নেল শহীদ সেনাপ্রধানের নিকট সিগনন্যালটি নিয়ে যান এবং সেনাপ্রধান নিজ হাতে তা সাংশোধন করে অনুমোদন করেন। এম, ও, পরিদপ্তর সেনা মোতায়েনের সিগন্যালটি সংশ্লিষ্ট ফরমেশনে ফ্যাকস/ডি,আরএর মাধ্যমে প্রেরণ করে সেনাপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী দুই সেকশন গার্ড সেনা সদরের ভিতরে রিজার্ভ রাখেন এবং দুই গেটে এল এম জি লাগানোর ব্যবস্থা করেন। ২০ মে বিকাল সাড়ে ৫টায় এম,ও, পরিদপ্তরের সকল অফিসার প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনেন ও নূতন সেনাপ্রধান নিয়োগের খবর জানেন এবং তার অবস্থানের খোঁজ নিয়ে ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডে নূতন সেনা প্রধানের সাথে যোগাযোগ করেন। আনুমানিক রাত পৌনে ৯টায় নূতন সেনাপ্রধানের নির্দেশে সেনা সদরের রিজার্ভ গার্ড ফেরত পাঠান হয়। রাত প্রায় ১১টায় নূতন সেনাপ্রধানের নির্দেশে প্রাক্তন সেনাপ্রধানের অনুমোদিত সেনা মোতায়েনের সিগন্যালটি এম, ও, পরিদপ্তর বাতিল করে সংকেত পাঠায়।

www.nagorikpathagar.org

২০ মে দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটায় নূতন সেনাপ্রধান সেনা সদর দপ্তরে প্রবেশ করেন এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমকে আত্মসমর্পণ করান ও তাঁকে ভিআইপি মেসে আটক রাখার ব্যবস্থা করেন। রাত ৪টায় এম ও পরিদপ্তর সকল ফরমেশনকে সংকেতের মাধ্যমে জানায় যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের মধ্যে এসেছে। ইতিমধ্যে ৩৩ পদাতিক ডিভিশন (কুমিল্লা) থেকে আগত এক ব্রিগেড সৈন্যকে আর্মি রিজার্ভ হিসাবে আর্মি স্টেডিয়ামে মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার ঃ

১৯ মে, ১৯৯৬ আনুমানিক রাত ১০টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ৯ পদাতিক ডিভিশনের জি,ও,সি, মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বীবিকে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমান-এর অকালীন অবসর আদেশের প্রতিবাদে পরদিন কঠোর ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান এবং সেই উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল ইমামকে তার (সেনাপ্রধান) নির্দেশ মত কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে বলেন। ২০ মে ১৯৯৬ সকাল প্রায় ৮.৩০ মিনিটে লেঃ জেনারেল নাসিম মেজর জেনারেল ইমামকে ব্রিগেঃ আবদুর রবের নেতৃত্বে সাভারে অবস্থিত ৭১ পদাতিক ব্রিগেডকে অবিলম্বে ঢাকায় মিরপুর সেনানিবাসে প্রেরণের নির্দেশ দেন। তিনি এ ব্যাপারে ব্রিগেড কমান্ডার আবদুর রবের সাথে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলেন। ঐ দিন লেঃ জেনারেল নাসিম ৮১ পদাতিক ব্রিগেড ও ৯ আর্টিলারী ব্রিগেড-এর কমান্ডারদ্বয়ের সাথেও সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করেন।

২০ মে ১৯৯৬ আনুমানিক বেলা সাড়ে ১১টায় সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান মেজর জেনারেল ইমাম-এর নিকট থেকে জানতে চান যে কতক্ষণের মধ্যে ৭১ পদাতিক ব্রিগেড ঢাকায় পৌছবে? তিনি মেজর জেনারেল ইমামকে শাসিয়ে বলেন যে, তিনি যদি উক্ত ব্রিগেড ঢাকায় না পাঠান তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঐদিন দুপুর ১টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম মেজর জেনারেল ইমামকে টেলিফোনে বলেন যে, বগুড়া হতে একটি বিগেড ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে এবং তিনি যেন তাদেরকে বাধা না দেন, বরং সাভার হতে ঢাকায় আসতে সহায়তা করেন। প্রায় একই সঙ্গে বগুড়া থেকে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ মেজর জেনারেল ইমামকে টেলিফোনে জানান যে, তার প্রেরিত ১টি ব্রিগেড সাভারের মধ্যে দিয়ে ঢাকায় অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে যেন তিনি সহায়তা করেন।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে লেঃ জেনারেল নাসিমকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে মেজর জেনারেল মাহবুবকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ দান করায় মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান রাষ্ট্রপতি তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের নির্দেশে সাড়া দিয়ে ২০ মে আনুমানিক বিকাল সাড়ে ৩টায় সাভার থেকে ৮১ পদাতিক ব্রিগেড জয়দেবপুরে অবস্থান নেয় এবং বিকাল ৪টায় ময়মনসিংহ থেকে আগত ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর-এর নেতৃত্বে সেনা ব্রিগেড তাদের বাধা প্রাপ্ত হয়। সম্মুখে সংঘর্ষ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য ময়মনসিংহ থেকে আগত সেনাদল পিছু হটে গিয়ে ত্রিশাল নামক স্থানে অবস্থান নেয় এবং পরদিন ভোর পর্যন্ত সেখানে থাকে। অনুরূপভাবে সাভার থেকে ৯ আর্টিলারী ব্রিগেড আনুমানিনক বিকাল ৫ টায় আরিচা ঘাটে পৌছে এবং সকল ফেরী আটক করে যাতে করে বগুড়া থেকে আগত ব্রিগেডিয়ার শফি মাহবুব-এর নেতৃত্বে আর্মার্ড ব্রিগেড যমুনা নদী পার হয়ে ঢাকায় আসতে না পারে। যশোর থেকে সেনাদলের সম্ভাব্য অগ্রযাত্রা প্রতিহত করাও ৯ আর্টিলারী ব্রিগেডের মিশনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রপতির আর এক নির্দেশে মেজর জেনারেল ইমাম সাভার হতে ৬ ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারীকে ঢাকায় টেলিভিশন ষ্টেশনে এবং ৯ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নকে ঢাকা রেডিও ষ্টেশনে প্রেরণ করেন যাতে এই স্থাপনাগুলো বৈরী সৈন্যদের দখলে না যায়। অনুরূপ আর এক নির্দেশ অনুসরণে মেজর জেনারেল ইমাম সাভার হতে ৬ ক্যাভেলরী-এর ১০টি ট্যাংক বঙ্গভবনের সুরক্ষার জন্য এবং ১০টি ট্যাংক ঢাকা সেনানিবাস কর্ডন করার জন্য বিকাল ৪টার দিকে পাঠান।

১১ পদাতিক ডিভিশন, বগুড়া ঃ

১৯ মে ১৯৯৬ ভোর রাতে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ঢাকা থেকে তাঁর কর্নেল স্টাফ কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানকে বগুড়া সেনানিবাসের বাইরে কিছু সৈন্য পাঠাবার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ১৯ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত ৩দিনের ছুটিতে ১৮ মে ঢাকায় এসেছিলেন। ১৮ মে তার বাধ্যতামূলক অবসরের কথা জানতে পেরে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের নির্দেশে ছুটি বাতিল করে পরদিনই (১৯ মে) দুপুর সাড়ে ১২টায় বগুড়া ফিরে যান। এর আগে তিনি আরিচা ঘাটে তার অবসর সংক্রান্ত আদেশ খবরের কাগজে দেখতে পান। ১৯ মে রাত

www.nagorikpathagar.org

৮টায় সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং ৪জন উর্ধতন সেনা অফিসারের এ্যাটাচমেণ্ট আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু তার অবসর কার্যকরী করার বিষয়ে কোন কথা হয়নি। ২০ মে বেলা দেড়টায় মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদের সভাপতিত্বে ১১ পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকল কমান্ডার ও ইউনিট অধিনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের প্রতি সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ও শো অফ ফোর্স হিসাবে তার ডিভিশন নগরবাড়ী এবং প্রয়োজনে ঢাকা পর্যন্ত যাবে বলে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ উল্লেখ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে মৌখিকভাবে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের মূল পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ–

(১) ৬ ইঞ্জিনিয়র ব্যাটালিয়নের দু'টি কোম্পানী নগরবাড়ী ঘাটে ফেরী চলাচলে নিয়োজিত থাকবে।

(২) ৪৯ ই বেঙ্গল সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন হিসাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে।

(৩) ৬ ইঞ্জিনিয়র ব্যাটালিয়ন ও ৪৯ ই-বেঙগলের অবশিষ্ট কোম্পানী সমূহ টাস্কফোর্স হিসাবে কর্নেল স্টাফ কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

(৪) ৯৩ সাঁজোয়া ব্রিগেড ব্রিগেডিয়ার সফি মোহাম্মদ মাহবুব-এর নেতৃত্বে মূল দল হিসাবে অপরাশেন করবে অর্থাৎ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করবে।

(৫) ৯৩ সাঁজোয়া ব্রিগেডের সাথে ৮ ফিল্ড রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটারী ইনডাইরেক্ট সাপোর্ট হিসাবে সংযুক্ত থাকবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম সেনাদল ৬ ইঞ্জিনিয়র ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানী বিকাল ৪টায় বগুড়া থেকে নগরবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইতিপূর্বে ঐদিন (২০ মে) সকাল ১০.৩০ মিনিটে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ব্রিগেঃ সফি মাহবুবকে তার ব্রিগেড নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে নগরবাড়ী যাওয়ার নির্দেশ দেন।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিগেঃ সফি মাহবুব ৪৬ ই-বেঙ্গল তৈরী না থাকায় মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদের অনুমতিক্রমে একটি কোম্পানী নিয়ে আনুমানিক বিকাল ৫টায় নগরবাড়ী যাত্রা করেন এবং ব্যাটালিয়নের অবিশষ্ট সৈন্য পরে তাকে অনুসরণ করবে বলে নির্দেশ দেন। ঐদিন আনুমানিক রাত পৌনে ৯টায় ব্রিগেঃ সফি নগরবাড়ী পৌছেন এবং তার কোম্পানী রাত সাড়ে ৯টায় নগরবাড়ী ঘাটে পৌছে। আরিচাঘাটে সাভার সেনানিবাস থেকে আগত রাষ্ট্রপতির অনুগত সেনা ব্রিগেডের অবস্থান ও ইতিমধ্যে ফেরী চলাচল আটক করার ফলে তারা আর অগ্রসর হতে পারে নি। রাত আনুমানিক ১১টায় মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ব্রিগেঃ সফি মাহবুবকে তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে নিয়ে বগুড়া সেনানিবাসে ফেরত আসতে নির্দেশ দেন। আনুমানিক রাত ২টায় ব্রিগেঃ সফি মাহবুব তার সেনাদল নিয়ে বগুড়া সেনানিবাসে ফেরত আসেন।

২১ মে ১৯৯৬ তারিখ সকালে মেজর জেনারেল (অবঃ) মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ সফি মাহবুবকে রাষ্ট্রপতি, তথা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে অবৈধভাবে সেনা ব্রিগেড় ঢাকার অভিমুখে যাত্রা করানোর জন্য নূতন সেনাপ্রধানের নির্দেশে আর্মি এ্যাক্টের আওতায় গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা সেনাসিবাসে অন্তরীন রাখার জন্য প্রেরণ করা হয়।

১৯ পদাতিক ডিভিশন, মোমেনশাহী ঃ

২০ মে ১৯৯৬ সকাল ৮টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইনউদ্দিন, বীপি এবং ৭৭ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ জিল্লুর রহমানকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেন ব্রিগেঃ জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে এক ব্রিগেড সৈন্য ঢাকায় পাঠাতে। সেনাপ্রধান পুনরায় সকাল ৯টায় মেজর জেনারেল আইনউদ্দিনকে ব্রিগেড তৈরী হচ্ছে কিনা এবং রওয়ানা হতে কত সময় লাগবে বলে তাগাদা দেন। ঐদিন সকাল সোয়া ১০টায় ১৯ পদাতিক ডিভিশন থেকে একটি বার্তা পত্রের মাধ্যমে ৭৭ পদাতিক ব্রিগেডকে ঢাকা গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০ মে ৯৬ বিকাল ৪টায় ব্রিগেঃ জিল্লুর-এর নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড মোমেনশাহী সেনানিবাস থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিকাল প্রায় ৫টায় ঢাকার অদুরে ভালুকা পর্যন্ত পৌছার পর ডিজি,এফ

www.nagorikpathagar.org

আই-এর ডেট কমান্ডার-এর বার্তা থেকে জানতে পারে যে, সাভার থেকে আগত রাষ্ট্রপতির অনুগত এক ব্রিগেড সৈন্য জয়দেবপুরে অবস্থান নিয়েছে এবং ঢাকা ময়মনসিংহ রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য ৭৭ ব্রিগেডের সৈন্যরা পিছু হটে গিয়ে ত্রিশালে অবস্থান নেয়। ঐদিন রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টায় মেজর জেনারেল আইনউদ্দিন ব্রিগেঃ জিল্লুর রহমানকে তার ব্রিগেডসহ মোমেনশাহী ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। ২১ মে ৯৬ ভোর ২.৩০ মিনিটে ব্রিগেঃ জিল্লুর তার সেনাদল সহ মোমেনশাহী সেনানিবাসে ফেরত আসে। ২০ মে ৯৬ ঘাটাইল সেনানিবাসে ৩০৯ পদাতিক ব্রিগেড থেকে ৪৪ ই-বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে মোমেনশাহী সেনানিবাসে আনা হয় এবং ঐদিন রাতেই আবার ঘাটাইলে ফেরত পাঠান হয়।

পরদিন, অর্থাৎৎ ২১ মে ৯৬ মেজর জেনারেল আইনউদ্দিন ও ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমানকে নূতন সেনাপ্রধানের নির্দেশে রাষ্ট্রপতি তথা সরকারের বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহে অংশ নিয়ে ঢাকা অভিমুখে সৈন্য পাঠানোর জন্য সেনা আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয় এবং অন্তরীণ রাখার জন্য ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করা হয়।

৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর ঃ

১৯ মে ৯৬ বিকালে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম টেলিফোনে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিপিকে তার দুটি ব্রিগেড প্রস্তুত রাখতে বলেন এবং প্রয়োজনে একটিকে ঢাকা পাঠাতে হবে বলে জানান। পরদিন ২০ মে সকাল ১০ টায় লেঃ জেনারেল নাসিম মেজর জেনারেল ইব্রাহিমকে টেলিফোন করলে সেনাপ্রধানকে জানান যে, দু'টি ব্রিগেড মনোনীত করা হয়েছে । ঐদিন দুপুর ১টার দিকে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম মেজর জেনারেল ইব্রাহিমকে একটি ব্রিগেড গ্রুপ ঢাকা পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রাখতে বলেন। বিকাল ৪টার সময় মেজর জেনারেল ইব্রাহিম তাঁর অধীনস্থ কমান্ডারগণকে ব্রিফিংকালে তার ডিভিশন থেকে ১০৫ পদাতিক ব্রিগেড ও ৮৮ পদাতিক ব্রিগেড থেকে ১টি ব্যাটালিয়ন পাঠানোর জন্য আদেশ দেন।

www.nagorikpathagar.org

ইতিপূর্বে বিকাল পৌনে ৪টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম আবার মেজর জেনারেল ইব্রাহিমকে টেলিফোন করে অতিসত্ত্বর একটি আর্টিলারী রেজিমেন্ট সামিল করে ব্রিগেড গ্রুপটিকে ঢাকা পাঠাতে নির্দেশ দেন এবং যাত্রার সময় জানতে চান। মেজর জেনারেল ইব্রাহিম উত্তরে বলেন যে রেকি এলিমেণ্ট ঐদিন মাগরিবের সময় বের হতে পারবে, কিন্তু মূল দলের লিডিং এলিমেণ্ট ঐদিন রাত ৮টার পূর্ব রওয়ানা হতে পারবেনা।

২০ মে বিকাল সোয়া ৪টায মেজর জেনারেল ইব্রাহিম তার ব্রিগেড গ্রুপের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যাওয়ার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেকি গ্রুপ বর্ধিত করেন। যশোর সেনানিবাস থেকে ঢাকায় মুভের জন্য নির্দিষ্টকৃত ১০৫ পদাতিক ব্রিগেড গ্রুপের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আসফাক। ব্রিফিংকালে জানা যায় যে, মুভের জন্য নির্দিষ্টকৃত ১ম ইউনিট রাত ৮টার মধ্যে যাত্রা আরম্ভ করতে পারবে।

২০ মে বিকাল সাড়ে ৫টায় রাষ্ট্রপতির ভাষন রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচার হওয়ার পর ৫৫ পদাতিক ডিভিশেনের কর্নেল স্টাফ, কর্নেল এডমিন ও তিনজন ব্রিগেডিয়ার মেজর জেনারেল ইব্রাহিমের অফিসে যান এবং লেঃ জেনারেল নাসিম-এর অবসর প্রদানের খবরে অফিসারও সৈনিকদের মনোভাব ও আবেগ সহ তাদের মতামত জানান এবং ঢাকায় সেনাদল পাঠানোর মুভ আদেশ বাতিল বা স্থগিত করতে অনুরোধ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রিগেঃ ফারুক আশফাককে মুভ টাইম রাত ৮ টায় মনে করিয়ে দিতে বলেন। কিছু সময় পর বিকাল সাড়ে ৬টায় মেজর জেনারেল ইব্রাহিম কমান্ডারদের সাথে কথা বলার পর কর্নেল স্টাফ কর্নেল মোহাম্মদ আলিকে ডাকেন এবং বলেন যে, এই মুহুর্তে অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি সৈন্য প্রেরণ করতে প্রস্তুত নন।

পরে রাত ১০ টায় কর্নেল স্টাফ জিওসি মেজর জেনারেল ইব্রাহিমের আদেশে সৈন্য মুভের আদেশটি বাতিল করেন এবং লিখিত কপিগুলি প্রত্যাহার করেন।

www.nagorikpathagar.org

৩৩ পদাতিক ডিভিশন, কুমিল্লা ঃ

১৯ মে ৯৬ ভোর ৭টার পূর্বে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম কুমিল্লা সেনানিবাসে ৩৩ আর্টিলারী ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ নাসিরউদ্দিন সারোয়ার, ৪৪ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ কামরুল হুদা চৌধুরী ও ১০১ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার এস,এম ইকরামুল হক এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনীর ২জন সিনিয়র অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি তাদেরকে জানান এবং যথামসয়ে তাদের সমর্থন ও সহযোগীতা চান। তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপ্রধান) সাথে সরাসরি যোগাযোগের ২টি টেলিফোন নম্বর লিখিয়ে দেন।

২০ মে সকাল সাড়ে ৯টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোঃ আনোয়ার হোসেন, বিপিকে টেলিফোন করেন এবং জানান যে, তিনি ময়মনসিংহ ও সাভার থেকে ট্রপস্ মুভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও জানান যে, কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ট্রপস মুভ করার প্রয়োজন হতে পারে যা তিনি পরে জানাবেন। ঐদিন আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন তাঁর ব্রিগেড কমান্ডারদের সাথে আলোচনার সময় জানতে পারেন যে, সেনাপ্রধান আবারও ব্রিগেঃ নাসির ও ব্রিগেঃ কামরুল হুদার সাথে যোগাযোগ করেছেন।

২০ মে ৯৬ বেলা সোয়া ১২টায় মেজর জেনারেল আনোয়ার মোমেনশাহী সেনানিবাসে মেজর জেনারেল আইনউদ্দিনকে টেলিফোন করেন। মেজর জেনারেল আইনউদ্দিন মেজর জেনারেল আনোয়ারকে বলেন যে, পুরো ঘটনাটি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বহির্ভূত। তিনি আরও বলেন যে, সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর-এর নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি অবিলম্বে উক্ত ব্রিগেড ময়মনসিংহ থেকে মুভ করাচ্ছেন। ঐদিন বিকাল ৩টায় ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিএসও-১ মেজর জেনারেল আনোয়ারকে জানায় যে,সেনা সদরের এম, ও, পরিদপ্তর ১ ব্রিগেড সৈন্য ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী একটি ব্রিগেড স্টাণ্ড বাই রাখা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২০ মে '৯৬ আনুমানিক দুপুর ১২ টার পর রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম তার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকা অভিমুখে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ট্রপস্ মুভ করার বিষয়ে সকল জিওসিদের সাথে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলেন এবং তাদেরকে ঢাকায় সৈন্য না পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতির এ অনুরোধে সাড়া দিয়ে কুমিল্লার জিওসি মেজর জেনারেল আনোয়ার সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের সমর্থনে কোন সৈন্য পাঠাবেন না বলে রাষ্ট্রতিকে জানান। অন্যদিকে ঐদিন বিকাল সোয়া ৬টায় মেজর জেনারেল ভুঁইয়া বঙ্গভবন থেকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মেজর জেনারেল আনোয়ারকে তার ডিভিশনের একটি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় পাঠানোর জন্য বলেন। পরিবর্তে মেজর জেনারেল আনোয়ার ১টি ব্রিগেড ঢাকায় পাঠানোর কথা বলেন এবং সেমতে কুমিল্লা থেকে ১০১ পদাতিক ব্রিগেড ব্রিগেডিয়ার ইকরাম এর নেতৃত্বে ২০ মে, ৯৬ রাতেই ঢাকায় মুভ করান। ঐ রাত্রেই উক্ত বিগ্রেডের ৫৫ ই-বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে মাওয়া ঘাটে পাঠানো হয় সম্ভাব্য যশোর থেকে আগত সেনাদলকে প্রতিহত করার জন্য ব্লকিং পজিশন গ্রহণ করতে। ৫ ই-বেঙ্গল ও ১০১ পদাতিক ব্রিগেডের সদরদপ্তর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি স্টেডিয়ামে অবস্থান গ্রহণ করে।

ঢাকা ও মিরপুর সেনানিবাস ঃ

২০ মে ১৯৯৬ বিকাল প্রায় সোয়া ৪টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ৩০ ই-বেঙ্গলের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনিসুল হক মৃধাকে তার বাসায় টেলিফোন করে এস্কর্টসহ সেনাসদরে যেতে বলেন এবং তার ব্যাটালিয়নকে স্টান্ডবাই করতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর মিলিটারী সেক্রেটারী ফজলুর রহমান লেঃ কর্নেল আনিসকে আবারও সরাসরি সেনাসদরে চলে আসতে বলেন। প্রায় সোয়া ৫টায় লেঃ কর্নেল আনিস সেনাসদরে পৌছেন এবং তার সাথে একটি পিক-আপে এস্কর্ট, ১টি ওয়ারলেস সেট এবং ১৩০ রাউন্ড গুলি ছিল। তৎক্ষণাৎ সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম লেঃ কর্নেল আনিসকে নিম্নলিখিত জায়গায় ৩০ ই-বেঙ্গলের সৈনিকদেরকে অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

www.nagorikpathagar.org

(১) ৪টি আর আর সহ মিরপুর ব্রীজে ১টি কোম্পানী

(২) স্টাফ রোড এমপি চেকপোষ্ট, জিয়া কলোনী এমপি চেক পোষ্ট ও আই এস এস বি গেটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রপস।

লেঃ কর্নেল আনিস ট্রপস প্রস্তুত নেই বলাতে ব্রিগেঃ ফজলুর ধমকের সুরে তাড়াতড়ি প্রস্তুত করতে বলেন। সেই সঙ্গে সেনাপ্রধানের অফিসে উপস্থিত কিউ এম জি য়েজর জেনারেল হারুন-আর-রশিদ লেঃ কর্নেল আনিসকে বলেন, এখন কোত্ সিল্ড হয়ে যাবে যার জন্য তাকে টেলিফোনে লোক প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতে বলেন।

২০ মে বিকাল পৌনে ৬টায় রাত্রের খাবার শেষে লেঃ কর্নেল আনিস তার ইউনিটের সৈনিকদের অস্ত্র ইস্যু করে প্রস্তুত করেন। এ্যামুনিশন সিল্ডবকস্ ম্যাগাজিন থেকে বের করেন এবং ব্রিগেড কমান্ডারের কোন নির্দেশ না আসায় সাড়ে ৬টায় অস্ত্র ও এ্যামুনিশন জমার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ঐদিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় ব্রিগেঃ বাকের লেঃ কর্নেল আনিসকে জাহাঙ্গীর গেটে ৪টি আর আর এবং স্টাফ রোড এমপি চেক পোষ্ট, জিয়া কলোনী এমপি চেক পোষ্ট ও মানিকদি এমপি চেক পোষ্টে সৈন্য প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেন।

২০ মে ১৯৯৬ সকাল সাড়ে ১০টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ সফিউদ্দিন আহমদকে জানান যে, তিনি সাভার ও ময়মমনসিংহ থেকে একটি করে ব্রিগেডকে যথাক্রমে মিরপুর সেনানিবাস ও ঢাকা আর্মি স্টেডিয়ামে সমাবেশ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৩টায় সেনাপ্রধান ব্রিগেঃ রফিকে তার অধিনস্থ উপস্থিত কমান্ডারদেরকে সাথে নিয়ে তার অফিসে (সেনা সদরে) যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বিকাল প্রায় সাড়ে ৩টায় ব্রিগেঃ রফি সেনাপ্রধানের অফিসে উপস্থিত হলে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম তাকে মিরপুর ব্রীজের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করতে বলেন যাতে করে ৯ পদাতিক ডিভিশনের ৭১ পদাতিক ব্রিগেড ছাড়া অন্য কোন সৈন্য ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে। প্রায় একই সময়ে ব্রিগেঃ বাকের ৩৮ এডিএ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাসিরকে মিরপুর এমপি চেক পোষ্ট থেকে এমপি নেটের ওয়াকি-টকি সংগ্রহ করার জন্য বলেন। সেনাসদর

www.nagorikpathagar.org

থেকে ফিরে আসার পর ব্রিগেঃ রফি লেঃ কর্নেল নাসিরকে ২টি ব্যাটারী ধীর গতিতে প্রস্তুত করতে বলেন। ২০ মে ১৯৯৬ ব্রিগেঃ রফি আর্মি সিগন্যাল ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেঃ আজিজুল হকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জানতে পারেন যে, সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম তাকে (ব্রিগেঃ আজিজ) টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশনে সৈন্য মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ব্রিগেঃ রফিকে বগুড়ায় অবস্থিত ১১ আর্টিলারী ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ মাহবুব জানান যে তাকে ব্রিগেড গ্রুপ নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস ঃ

২০ মে ৯৬ সকাল ১০টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল এ,এস,এম নাসিম, বিবি, টেলিফোনে ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ আবু রুশদ রোকন-উদ-দৌল্লাকে জানান যে, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া ও মেজর জেনারেল আবদুল মতিন যদি স্বেচ্ছায় গতরাতে জারীকৃত সংযুক্তি আদেশ পালননার্থে সেনাসদরে হাজির না হয় তা'হলে তাদেরকে গ্রেফতারের দায়িত্ব ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের উপর ন্যস্ত হবে এবং তদানুযায়ী প্রস্তুত থাকার জন্য বলেন। উল্লেখ্য, এর পূর্বেই সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মেজর জেনারেল ভূঁইয়া ও মেজর জেনারেল মতিন সেনানিবাস থেকে বের হয়ে বঙ্গভবনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐদিন আনুমানিক বিকাল ৩টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ব্রিগেঃ রোকনকে তার সকল অধিনায়কদেরকে সংগে নিয়ে সেনাসদরে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্রিগেঃ রোকন নিজ সিদ্ধান্তে ঐ নির্দেশ প্রত্যাখান করে সেনাসদরে যাননি।

এরপর আনুমানিক বিকাল ৬টায় ৪২ ই-বেঙ্গল-এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর মাহফুজকে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে বলেন যে, ব্রিগেঃ বাকেরকে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন থেকে তার নির্দেশে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ সময়ে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম কিছুক্ষণ পরপরই স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের অধীনস্থ সকল ইউনিটে

www.nagorikpathagar.org

টেলিফোন করছিলেন। ব্রিগেঃ বাকের আনুমানিক বিকাল ৬টায় অল্প সময়ের জন্য ৩০ ই-বেঙ্গলে অবস্থানের পর ১৮ ই-বেঙ্গল ও ৪২ ই-বেঙ্গল-এর ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে ৩০ ই-বেঙ্গলে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে উক্ত ইউনিটের কোম্পানী এবং ভারী অস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েনের পরিকল্পনা করেন। ২০ মে '৯৬ সন্ধ্যা আনুমানিক৭টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম টেলিফোনে ৩০ ই-বেঙ্গল-এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনিসকে সেনানিবাসের সকল এমপি চেকপোষ্টে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, ঐদিন সন্ধ্যায় ৯ পদাতিক ডিভিশন থেকে প্রেরিত ট্যাংক বহরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্রিগেঃ রোকন একজন ফিল্ড অফিসারের নেতৃত্বে ৪২ ই-বেঙ্গলের একটি প্লাটুন জাহাঙ্গীর গেটে (এমপি চেকপোষ্ট) মোতায়েনের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো ও ৯ পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে এবং উক্ত ডিভিশন থেকে প্রেরিত সেনাদলকে ঢাকা সেনানিবাসে আনার জন্য তার একজন স্টাফ অফিসারের নেতৃত্বে একটি সমন্বয় দল আগার-গাঁ এলাকায় প্রেরণের নির্দেশ দেন।

৬ স্বতন্ত্র এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারী (এডিএ) ব্রিগেড ঃ

২০ মে, ১৯৯৬ আনুমানিক বিকাল ৩টায় এডিএ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেঃ রফি ৩৮ এডিএ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাসিরকে সঙ্গে নিয়ে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের নির্দেশে তাঁর অফিসে সেনাসদরে যান এবং সেনাপ্রধান তাকে নিম্নলিখিত ২টি কাজ করতে নির্দেশ দেন–

(১) ৩৮ এডিএ রেজিমেন্ট আর্টিলারী দ্বারা অতিসত্ত্বর মিরপুর ব্রীজ এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করণ এবং ৭১ পদাতিক ব্রিগেড ব্যতীত সাভার হতে অন্য কোন সেনাদলকে ঢাকায় প্রবেশ প্রতিহতকরণ।

(২) রাজেন্দ্রপুরে অবস্থিত ৩৬ এডিএ রেজিমেন্টকে ময়মনসিংহ থেকে অগ্রসরমান সেনা ব্রিগেডকে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে আসা।

২০ মে '৯৬ আনুমানিক বিকাল সাড়ে ৩টায় ৩৮ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারীর কমান্ডার লেঃ কর্নেল নাসির ব্রিগেঃ রফিকে ৫৬ স্বতন্ত্র মিডিয়াম

www.nagorikpathagar.org

এডি ব্যাটারীকে তার অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিগেঃ রফি তাতে রাজী হননি। এরপর ব্রিগেঃ রফি ৩৮ এডি রেজিমেণ্ট আর্টিলারী হতে ২টি ব্যাটারী প্রস্তুত করতে লেঃ কর্নেল নাসিরকে নির্দেশ দেন। ঐদিন আনুমানিক বিকাল সোয়া ৬টায় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম সরাসরি টেলিফোনে লেঃ কর্নেল নাসিরকে তাদের মুভ করা হয়েছে কিনা জানতে চান, না করলে অতিসত্বর মুভ করতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালন করে লেঃ কর্নেল নাসির মিরপুর ব্রীজে সৈন্য মোতায়েন করেন এবং এমপি নেটের ওয়াকি-টকি গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পূর্বে রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাভার সেনাসিবাস থেকে প্রেরিত ট্যাংক পৌছে যায়। অতঃপর ২০ মে '৯৬ রাত সাড়ে ১১টায় ব্রিগেঃ রফির নির্দেশে ৩৮ এডি রেজিমেণ্ট আর্টিলারীর সৈন্যদল তাদের ইউনিটে ফেরত আসে এবং হাতিয়ার ও এ্যামুনিশেন জমা দেয়।

লগ এরিয়া সদর দপ্তর ঃ

২০ মে '৯৬ দুপুর সোয়া ১২টায় ব্রিগেঃ কে এম আবু বাকের বিপি, সেনাসদর এজি শাখা (পিএস পরিদপ্তর) ১৩ এমপি ইউনিটের অধিনায়ক মেজর সৈয়দ মোঃ ইউসুফ ইকবালকে চেকপোষ্টে জনবল বৃদ্ধির আদেশ দেন। মেজর ইউসুফ লগ এরিয়া কমান্ডার ব্রিগেঃ সাদেক হুসাইনের সম্মতিক্রমে নির্দেশটি কার্যকর করেন। ঐদিন আনুমানিক বিকাল পৌনে ৪টায় ব্রিগেঃ বাকের মেজর ইউসুফকে পুরাতন ডিওএইচ এস-এর গেট বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মেজর ইউসুফ এরিয়া কমান্ডারের অনুমতিক্রমে নির্দেশটি কার্যকর করেন। বিকাল ৪টায় ব্রিগেডিয়ার বাকের মেজর ইউসুফকে চেকপোষ্টসমূহে ব্যক্তিগত অস্ত্র ও প্রথম সারির পোচ এ্যামুনিশন সহ কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দেন এবং আনুমানিক বিকাল পৌনে ৭টায় ব্রিগেঃ বাকের মেজর ইউসুফকে সকল এমপি চেকপোষ্ট সমূহ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মেজর ইউসুফ উভয় আদেশ ব্রিগেঃ সাদেক এর অনুমতিক্রমে কার্যকর করেন। অতঃপর ঐদিন রাত সাড়ে ১১টায় ব্রিগেঃ বাকের মেজর ইউসুফকে চেকপোষ্ট সমূহকে স্টান্ডডাউন করে স্বাভাবিক দিনের মত কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেন। ব্রিগেঃ সাদেকের সম্মতিক্রমে আদেশটি কার্যকর করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেড ঃ

১৯ মে ১৯৯৬ বিকালে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম ৩জন সিনিয়র আর্মি অফিসারের সাথে ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়র মোঃ আবদুর রহিমকে সেনাসদরে সংযুক্তির আদেশ জারী করেন। অন্য এক আদেশ বলে ব্রিগেঃ আবেদুর রেজা খানকে ব্রিগেঃ রহিমের স্থলে ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেডের অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়।

২০ মে '৯৬ সকাল ৯টায় ইঞ্জিনিয়র-ইন-চীফ মেজর জেনারেল গোলাম কাদের এবং ব্রিগেঃ আবেদুর রেজা খান ব্রিগেঃ মোঃ আবদুর রহিমের অফিসে আসেন এবং তাকে ব্রিগেঃ আবেদের নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে বলেন। পুনরায় ঐদিন বেলা সাড়ে ১১টায় মেজর জেনারেল গোলাম কাদের ব্রিগেঃ রহিমের অফিসে যান ও দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য চাপ দেন। ব্রিগেঃ আবেদের নিকট কোন বৈধ পোষ্টিং অর্ডার বা গমনাদেশ ছিলনা বিধায় ব্রিগেঃ রহিম তার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন নি যদিও ব্রিগেঃ আবেদ লিখিতভাবে যোগদান পত্র দেননি। ইতিপূর্বে ঐদিন ভোর ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম চেইন অফ কমান্ড ভঙ্গ করে ১১ আর,ই, ব্যাটালিয়নের নবাগত ও বিদায়ী অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনিসুর রহমান ও লেঃ কর্নেল শহীদুর রহমানকে অতি জরুরী ভিত্তিতে ইউনিটে যাওয়ার সরাসরি নির্দেশ দেন। এছাড়া ঐদিন সকাল সাড়ে ৯টায় আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের অধিনায়ক কর্নেল আবদুল ওহাব ব্রিগেঃ রহিমের অফিসে আসেন এবং তখনকার পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক বলেন যে, সকল জিওসি সেনা প্রধানের অনুগত এবং তার নির্দেশে ময়মনসিংহ, বগুড়া ও যশোর থেকে বেশকিছু আর্মি ইউনিট ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। অন্যদিকে সকাল ১০টার দিকে মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামান ব্রিগেঃ রহিমকে টেলিফোনে জানান যে, ৭১ পদাতিক ব্রিগেড ব্রিগেঃ মোঃ আবদুর রবের নেতৃত্বে সেনাপ্রধানের সরাসরি নির্দেশে ঢাকা অভিমুখে যাত্রার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তাঁর হস্তক্ষেপে উক্ত ব্রিগেড সেনাদল অগ্রাভিযান থেকে বিরত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

২০ মে ১৯৯৬ দুপুর সাড়ে ১২টায় মেজর জেনারেল গোলাম কাদের পুনরায় ব্রিগেঃ রহিমের অফিসে যান এবং প্রস্তাব দেন যে, সেনা প্রধান ব্রিগেঃ রহিম ও অন্য ৩জন সেনা অফিসার যাদেরকে সংযুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছেন। এ ব্যাপারে ব্রিগেঃ রহিমের সম্মতি আছে কিনা মেজর জেনারেল কাদের জানতে চান। জবাবে ব্রিগেঃ রহিম নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় উল্লেখ করেন।

(১) তাকে পুরা পরিবারসহ বিদেশে পাঠালে তিনি রাজি আছেন।

(২) ঐদিন বিকাল ২টার মধ্যে দায়িত্বভার হস্তান্তর সম্ভব নয়।

(৩) তাকে তার ব্রিগেডেই সংযুক্ত রাখতে হবে ষ্টেশন সদর দপ্তর (ঢাকা) এর পরিবর্তে।

২০ মে ১৯৯৬ বিকাল সাড়ে ৩টায় নবনিযুক্ত সেনা প্রধান মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেড সদর দপ্তরে ব্রিগেঃ রহিমের অফিসে আসেন। মেজর জেনারেল মাহবুব-এর আদেশে ব্রিগেঃ রহিম তাঁর ব্রিগেডকে সুসজ্জিত করেন। কিছুক্ষণ পর ব্রিগেঃ রহিম ৫ আর ই ব্যাটালিয়ন ও ১১ আর ই ব্যাটালিয়নকে আর্মি ষ্টেডিয়ামে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। বিকাল সাড়ে ৬টার দিকে সাভার সেনানিবাস থেকে আগত ১০টি ট্যাংক ও ৪৮ ই-বেঙ্গলের ১টি কোম্পানী রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেডে অবস্থানরত নূতন সেনা প্রধানের নিকট রিপোর্ট করে।

বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্ত সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল এ,এস,এম, নাসিমের আত্মসমর্পণ ও অন্তরীণ ঃ

২০ মে '৯৬ সকালে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের রাষ্ট্রপতির বৈধ আদেশ অমান্য করা ও বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে সেনাদল এনে রাষ্ট্রপতিকে উৎখাত করার হীন প্রচেষ্টা সম্পর্কে ডিজি, এফ আই-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি অবহিত হন। রাষ্ট্রপতি তাৎক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা, নেভী চীফ, এয়ার চীফ ও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট আর্মিও সিভিল অফিসারের সাথে সেনা প্রধানের বেআইনী ও বিদ্রোহমূলক

www.nagorikpathagar.org

কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার ফলশ্রুতিতে সেনা প্রধানের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়। মীমাংসার প্রস্তাবে লেঃ জেনারেল নাসিম স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশ (২জন সেনা অফিসারের অকালীন অবসর প্রদান) বাতিল করার পূর্বে ময়মনসিংহ ও বগুড়া থেকে অগ্রসরমান সেনাদলকে ফিরে যেতে বলবেন না। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সেনানিবাসে জিওসিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন লেঃ জেনারেল নাসিমের বেআইনী কার্যকলাপ ও ঢাকা অভিমুখে সেনাদল প্রেরণের আদেশ সম্পর্কে। এরূপ আদেশ সেনা প্রধানের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত বিধায় রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে জিওসি-দেরকে এ অবৈধ আদেশ না মানার জন্য অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতির অনুরোধে সাভার ও কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসিদ্বয় সেনা প্রধানের নির্দেশে কোন সৈন্য পাঠান নি। অন্যদিকে ময়মনসিংহ, বগুড়া ও যশোর থেকে সৈন্যদল পাঠানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ময়মনসিংহ ও বগুড়া থেকে একটি করে ব্রিগেড গ্রুপ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেছিল যাদেরকে যথাক্রমে শ্রীপুর ও নগরবাড়ী ঘাটে সাভার থেকে প্রেরিত সেনাদল কর্তৃক বাধা দেওয়া হয়। সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের এহেন কার্যাবলী ও পদক্ষেপ রাষ্ট্রদ্রোহীতার পর্যায়ে পড়ে ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। উল্লেখ্য যে, সশস্ত্র বাহিনীর মুভ রেগুলেশনস্ চ্যাপ্টার-১, সেকশন-১, প্যারা–৩ অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বা সরকারের অনুমতি ছাড়া সেনাসদর কোন অপারেশন ঘোষণা বা মুভ-এর আদেশ দিতে পারেন না। সেনাবাহিনীতে সৃষ্ট বিদ্রোহ পরিস্থিতি, সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের অনমনীয় মনোভাব, দেশের শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাষ্ট্রপতি আনুমানিক বিকাল আড়াইটায় লেঃ জেনারেল নাসিমকে আর্মি এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দানের আদেশ দেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সি জি এস মেজর জেনারেল মাহবুবর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগদান করেন। এই আদেশ যথারীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দপ্তরসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয় এবং ঐদিনই বিকাল সাড়ে ৫টায় রেডিও এবং টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম তাঁর এই বাধ্যতামূলক আদেশের পরও সেনাসদরে সেনাপ্রধানের অফিসে অবস্থান করতে থাকেন এবং বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে তার অনুগত ঢাকা অভিমুখে অগ্রসরমান সেনাদলসমূহকে ও ঢাকা সেনানিবাসে তার অনুগত সেনা গ্রুপ সমূহকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করার পদক্ষেপসমূহ সমন্বয় করতে থাকেন। সেনাসদরে অবস্থানকালে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম ২০ মে ৯৬ রাত ৯টায় বিবিসির সাথে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকার প্রদান করেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতির আদেশকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকায় সেনাদল আনার জন্য নির্দেশ প্রদানের কথা স্বীকার করেন। রাত আনুমানিক ১০টায় ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডে অবস্থানরত নবনিযুক্ত সেনা প্রধান মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরীকে জানান যে, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল মেজর জেনারেল হারুন-অর-রশিদ এবং ইঞ্জিনিয়র-ইন-চীপ মেজর জেনারেল গোলাম কাদের মধ্যস্থতা করার উদ্দেশ্যে নূতন সেনাপ্রধানের সাথে দেখা করতে আসছেন। বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয়। ইতিমধ্যে ১৪ ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেড ও ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের সৈন্যদ্বারা সেনাসদর ঘেরাও করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা ও প্রাক্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমকে সেনাসদর থেকে বের করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি নূতন সেনাপ্রধানকে বিনা রক্তপাতে এবং অতি সংযম ও সহনশীলতার সাথে উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

মধ্যস্থতাকারী মেজর জেনারেল গোলাম কাদের ও মেজর জেনারেল হারুন নূতন সেনা প্রধানের সাথে আলোচনা করেন এবং জানান যে, লেঃ জেনারেল নাসিম ঐ রাতেই সেনা প্রধানের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। তখন নতুন সেনাপ্রধানকে সেনাসদরে গিয়ে প্রাক্তন সেনা প্রধানের নিকট থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কথা বলা হয়। সতকর্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেডের সেনাদল ও সাভার

www.nagorikpathagar.org

থেকে আগত ট্যাংক দ্বারা সেনাসদর ঘেরাও করা হয় রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায়। অতঃপর নতুন সেনা প্রধান সেনাসদরে আসেন এবং রাত আনুমানিক আড়াইটায় লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমকে সেনাসদর থেকে সরিয়ে অফিসার্স মেসের ভিআইপি ব্লকে প্রহরাধীন অবস্থায় রাখা হয় এবং ব্রিগেডিয়ার বাকের ও ব্রিগেডিয়র ফজলুর রহমানকে সেনাসদর অফিসার্স মেসে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। এরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেওয়া হলো।

www.nagorikpathagar.org

৫

পরদিন, অর্থাৎ ২১ মে আমি অফিসে এসেই বঙ্গভবন ও সেনাসদরে টেলিফান করে পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর নেই। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে জেনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। অতঃপর আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে বলি যে, গতকালের ঘটনা তদন্ত করার জন্য আর্মি এ্যাক্ট অনুযায়ী একটি কোর্ট অব ইনকোয়ারী অবিলম্বে গঠন করা দরকার। এ বিষয়ে আমি নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সাথে আলোচনা করি। আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪ মে তারিখের এক পত্রের পরামর্শ মোতাবেক ২০ মে '৯৬ তারিখে প্রাক্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম কর্তৃক সেনাবাহিনীতে সৃষ্ট অনভিপ্রেত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে মতামত সহ রিপোর্ট প্রদানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান বিপি,জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন মোমেনশাহী-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোর্ট অব ইনকোয়ারী সেনাসদর কর্তৃক ২৫ মে তারিখে গঠন করা হয় এবং ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করতে বলা হয়। তদন্ত আদালতের সদস্যরা ছিলেন–(১) ব্রিগেঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বিপি, কমান্ডার, আর্মি সিগনাল ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, (২) ব্রিগেঃ খুরশীদ আলম পি,এস,সি, কমান্ড্যাণ্ট, অর্ডন্যাস সেণ্টার এণ্ড স্কুল, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, (৩) ব্রিগেঃ মোহাম্মদ নুরুল হক, পি,এস সি, কমান্ডার, ২২২ পদাতিক ব্রিগেড, সৈয়দপুর সেনানিবাস ও (৪) ব্রিগেঃ মোঃ জাকির হোসেন,, পিএস সি, জি, কমান্ডার, ৫৫ আর্টিলারী ব্রিগেড, যশোর সেনানিবাস। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত আদালত গঠনও টার্ম অব-রেফারেন্স সম্পর্কিত সরকারী আদেশ জারী করে ৫ জুন ৯৬ তারিখে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলা হয়। পরবর্তীতে ১০ জুন ৯৬ পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তদন্ত আদালত ৮ জুন তদন্ত প্রতিবেদন সেনাপ্রধানের নিকট দাখিল করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান

www.nagorikpathagar.org

তার সুপারিশসহ ৯ জুন ৯৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনের দুই কপি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যথারীতি ১ কপি প্রতিবেদন মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ পেশ করে এবং ১ কপি প্রতিবেদন অফিস রেকর্ড হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণারয়ে রেখে দেওয়া হয়।

তদন্ত আদালত তাদের তদন্ত সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৫৫ জন সেনা কর্মকর্তার সাক্ষাৎ গ্রহন, ৩৩টি এক্সিহিবিট (আনুষংগিক কাগজ পত্রের কপি), ১৭টি ক্যাসেট নীরিক্ষা/শ্রবণ এবং সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা ও বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের মতামত প্রদান করেন। মতামতের সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

দুইজন অফিসারের অবসর দান সংক্রান্ত

রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীর যে কোন কর্মকর্তাকে সরাসরি আর্মি এ্যাক্ট সেকশন ১৮, আর্মি রুল ১২ (১,) এ আর (আর) ৭৮ (সি) ও এ আর (আর) ২৬২ (৪) অনুসারে অবসর প্রদান করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির আদেশে জারীকৃত মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগেডিয়র মিরন হামিদুর রহমান এর অবসর প্রদান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন দু'টি যা ১৮ মে ১৯৯৬ কার্যকর করার কথা তা না করে সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের উক্ত অফিসারদ্বয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ও তার (সেনা প্রধান) সাথে আলোচনা না করার অজুহাত উথাপন করা মোটেই বিধিসম্মত ছিল না। ১৯ মে ৯৬ তারিখ সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতির সাথে তার সাক্ষাতের সময় উক্ত অফিসারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র সহ গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে নুন্যতম ব্যবস্থা, তথা অবসর প্রদান করা হয় বলে সেনাপ্রধানকে জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি প্রথমে তার আদেশ কার্যকর করার পর লিখিতভাবে পুণর্বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার জন্য সেনা প্রধানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু সেনা প্রধান রাষ্ট্রপতির আদেশ প্রথমে প্রত্যাহার করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি দেখান এবং এ আদেশ কার্যকর না করে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে সেনাদল ঢাকায় এনে রাষ্ট্রপতির উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস চালান।

www.nagorikpathagar.org

অতীতে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের অবসর প্রদানের আদেশ সাধারণত সেনাপ্রধানের সম্মতিক্রমেই দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেনাপ্রধানকে না জানিয়ে সরকার কর্তৃক সরাসরি জারী করে সেনাপ্রধান কর্তৃক কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে অভিযোগগুলো রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে হওয়ায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রতি সেনা প্রধানের দুর্বলতা থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া বিকল্প ছিলনা। সেনা প্রধানকে না জানিয়ে ইতিপূর্বেও যে সেনা কর্মকর্তাদেরকে চাকুরী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার অনেক নজীর রয়েছে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান থাকাককালীন সময় সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম (তখন মেজর জেনারেল) ২৩ জন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করান। সে সব ক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারলে নুরুদ্দিন খানের সম্মতি নেননি। যে সব কর্মকর্তাকে অবসর দেওয়া হয়েছে তারা হলেন– মেজর জেনারেল আবদুল লতিফ, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান, মেজর জেনারেল শফি আহমেদ চৌধুরী, মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন, মেজর জেনারেল আবদুস সালাম, মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলাম, মেজর জেনারেল আহসান উল্লাহ ব্রিগেঃ শফিকুর রহমান, ব্রিগেঃ ফারুক আহমেদ, কর্নেল হারুনুর রশীদ, মেজর জেনারেল ওয়াজিহ আহমেদ, মেজর জেনারেল শামসুজ্জামান, ব্রিগেঃ ইলিয়াছ, ব্রিগেঃ মোহসীন, ব্রিগেঃ শাফাত আহমেদ, ব্রিগেঃ আনোয়ারুল আজিম, ব্রিগেঃ শরীফ আজিজ, ব্রিগেঃ মুজিবর রহমান, ব্রিগেঃ খালিদ আমিরুল করিম, মেজর জেনারেল এম হাসান, কর্নেল তফসীর আহমেদ, ব্রিগেঃ সাখাওয়াত হোসেন ও লেঃ কর্নেল খালিদ আজম। দেখা যায় যে, লেঃ জেনারেল নাসিম নিজেই ডিজি,ডিএফ আই থাকতে সেনা প্রধানকে না জানিয়ে সেনা কর্মকতাদেরকে বরখাস্ত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তা ছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থন করার বিষয়টিও তিনি নিজে সেনা প্রধান হিসাবে পালন করেন নি যার দৃষ্টান্ত মেজর জেনারেল সফিকুল হাসান, ব্রিগেঃ আবদুল্লাহ, মেজর জেনারেল বদরুজ্জামান ও ব্রিগেঃইমতিয়াজকে চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করানো। অনুরূপভাবে লেঃ জেনারেল

www.nagorikpathagar.org

নাসিম সর্বশেষ মেজর জেনারেল আবদুর রব, ব্রিগেঃ নঈম ও ব্রিগেঃ আবুল হোসেনকে কারণ দর্শানো ব্যতিরেক চাকুরী থেকে অকালীন অবসর প্রদান করান।

এসব দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ২জন সেনা কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অকালীন অবসর প্রদানের আদেশকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি ও সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সেনা প্রধান এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে যাওয়া ছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা, সেনাবাহিনীতে চাকুরীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার অজুহাতে এবং সেনাবাহিনীর সম্মান বজায়ের জন্য যেভাবে প্রচারণা চালিয়ে সর্বশেষ সরকারী অনুমোদন ব্যতীত কোন পরিস্থিতি বর্ণনা ও উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য ফরমেশনন থেকে সেনা ব্রিগেড ঢাকায় আনার নির্দেশ প্রদান, ইত্যাদি ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনভিপ্রেত। এরপরও রাষ্ট্রপতি চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে একটি আপোষের লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা, নৌবাহিনী প্রধান, ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিব ও সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে নৌবাহিনী প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধানকে সেনা প্রধানের কাছে মধ্যস্থতার জন্য পাঠান। সেনা প্রধান তার অবস্থানে অনড় থাকেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ২জন সেনা কর্মকর্তার অবসর আদেশ বাতিল করা ছাড়া অন্য কোন শর্তে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসরমান সেনাদলকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে অসম্মতি জানান। নিঃসন্দেহে সেনা প্রধানের এরূপ আচরণ ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও সরকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক এক চ্যালেঞ্জ যা সেনা বিদ্রোহের শামিল। এ ছাড়া ১৯ মে ১৯৯৬ রাতে রাষ্ট্রপতির আদেশের পাল্টা হিসাবে প্রতিশোধমূলক ভাবে কোন কারণ ছাড়া ৪ জন সিনিয়র আর্মি অফিসার, যেমন মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, মেজর জেনারেল এস,এ, ভূঁইয়া, ব্রিগেঃ আবদুর রহিম ও কর্নেল সালামকে অবৈধ ও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে সেনাসদরে সংযুক্তির আদেশ প্রদান করে রাষ্ট্রপতির আদেশের প্রতি চরম অবহেলা ও ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর

www.nagorikpathagar.org

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং জাতিকে চরম সংকটের হাত থেকে বাঁচতে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল নাসিমকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনী থেকে অব্যহতি দেন।

ইতিপূর্বে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদকে অবসর দান করার পরও তাকে ছুটি বাতিল করতঃ তাড়াতাড়ি বগুড়া পৌছে তার ডিভিশন কমান্ড করার মত অবৈধ আদেশ প্রদান করা ছিল সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিমের সামরিক বিধি-বিধানের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন ও শৃঙ্খলা বিবর্জ্জিত আচরণ। ব্রিগেঃ হামিদুর রহমানের অবসর দান আদেশ কার্যকর না করার বিষয়েও সেনা প্রধানের মৌখিক নির্দেশ ছিল। কাজেই প্রাক্তন সেনা প্রধানের এ দুজন অফিসারের অবসর আদেশ কার্যকর না করার দায়-দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়।

মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ খান ঃ

মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ নিজের অবসরের সংবাদ ১৮ মে বিকালে সেনা প্রধানের নিকট থেকে শোনেন এবং এর কারণ জানার পরও একটি রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ) নেতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তার অবসর আদেশ বাতিলের জন্য সেই দলের প্রধান দ্বারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত অবসর আদেশ সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন যা জনগণের মনে রাষ্ট্রপতির আদেশ সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপ্রধানের উপর রাজনৈতিকভাবে এমন চাপ সৃষ্টি করানো সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের পক্ষে মোটেই উচিত ছিলনা। এরপর মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ তার ছুটি বাতিল করতঃ পরদিনই যথাশীঘ্র সম্ভব বগুড়া ফিরে যান এবং পথিমধ্যে খবরের কাগজে তার অবসরের কথা জানতে পারেন। তিনি সেনা প্রধানের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি তার সাক্ষাতের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের অবসর আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ জানা সত্ত্বেও উচ্চাভিলাস চরিতার্থের লক্ষ্যে এ বিষয়ে লেঃ জেনারেল নাসিমের ঢাকায় সৈন্যদল পাঠানোর মত অবৈধ উদ্যোগকে সমর্থন করেন এবং অশুভ

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে ঢাকা অভিমুখে সৈন্য রওয়ানা করানো তার অবসর গ্রহণ আদেশের প্রতি বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন সমতুল্য। যদিও তিনি সেনাসদর হতে অবসর সংক্রান্ত লিখিত আদেশ পান নাই অজুহাতে অফিস করেছেন বলে দাবী করতে পারেন, কিন্তু সেনা প্রধান ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ আদেশ প্রদান করেন নি তা তিনি ভাল করেই জানতেন। প্রকৃত অবস্থা জেনেও সরকারী আদেশ অমান্য করে বিভিন্ন অবৈধ আদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন যতক্ষণ না প্রাক্তন সেনাপ্রধান ২০ মে রাত ১০টায় নগরবাড়ী ঘাট থেকে তার সেনা দলকে বগুড়ায় ফিরিয়ে নিতে বলেন। অতঃপর ২১ মে তার এবং ব্রিগেঃ (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান অবসর আদেশ নূতন সেনা প্রধানের নির্দেশে কার্যকর করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান ঃ

ব্রিগেঃ (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান ১৮ মে রাতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বিডিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল এজাজ আহমদ চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে পেরে এই আদেশ মেনে বেসামরিক পোষাকে অফিসে আসবেন কিনা জানতে চাইলে ডিজি তাকে পরদিন সকালে জানাবেন বলে জানান। ১৯ মে সকালে ব্রিগেঃ মিরন (অবঃ) অফিসে যাবেন কিনা জানতে চাইলে ডিজি,বিডিআর প্রাক্তন সেনা প্রধানের নির্দেশ উল্লেখ করে তাকে অফিসে আসতে বলেন এবং রাষ্ট্রপতির সাথে প্রাক্তন সেনা প্রধানের আলোচনার পর পরবর্তী নির্দেশ প্রদান করবেন বলে জানান। পরে ডিজি,বিডি আর প্রাক্তন সেনা প্রধানের সাথে আলাপ করে জানতে পারেন যে, রাষ্ট্রপতি অবসর আদেশ প্রত্যাহার করতে রাজী হননি। এমতাবস্থায় ডিজি,বিডিআর মেজর জেনারেল এজাজের উচিত ছিল এ ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএস ও-এর সাথে আলাপ করা, কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে সেনাবাহিনীর কর্নেল ও তদুর্ধ অফিসারের পোষ্টিং, নিয়ুক্তি, ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন নিতে হয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে। অবশ্য সেনা অফিসারদের অবসর সংক্রান্ত আদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জারী হয়ে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেও

www.nagorikpathagar.org

তিনি অবসর আদেশটি কার্যকর করার ব্যবস্থা নিতে পারতেন যা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে তার অধীনে কর্মরত ডাইরেক্টর (ট্রেনিং) কর্নেল সালামের সংযুক্তির আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করেন, যদিও আদেশটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সেনাপ্রধানের এক্তিয়ার বহির্ভূত, কারণ এরূপ আদেশ জারী করতে হলে সরকারের অনুমোদন অপরিহার্য। এরূপ বেআইনী আদেশ কার্যকর করা এবং অন্যদিকে ব্রিগেঃ মিরনের অবসর আদেশ কার্যকর না করা মোটেই সমীচীন হয় নি। এর পিছনে একটি গভীর অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়। মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান যারা তাদের ক্রিয়াকলাপের দরুন সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন বিতর্কিত, তাদের চরিত্রের যথেষ্ট স্খলণ রয়েছে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার মত গুরুতর অভিযোগ রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে জানার পরও সেনা প্রধান কিছু জানেন না অজুহাতে তাদের অবসর আদেশ বাস্তবায়ন না করে সেনা অফিসারদের চাকুরীর নিশ্চয়তার নামে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে সহানুভূতি পাওয়ার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালান যা সেনাবাহিনীর মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে প্রাক্তন সেনা প্রধান নিজেই সত্যকে গোপন করে একটি অন্যায় ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ করেছেন।

এটা ছিল উক্ত অফিসার দু'জনের প্রতি তার ব্যক্তিগত দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

চারজন সেনা অফিসারের সংযুক্তি আদেশ

সেনাবাহিনী প্রধান এ, আর (আই)-৭৭ অনুযায়ী সেনাসদর তার অধীনস্থ ফর্মেশেন/ইউনিট-এ কর্মরত অফিসারদের সংযুক্তির আদেশ প্রদান করতে পারেন। সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, বিডিআর, ডিজি এফ আই এবং অনুরূপ অন্যান্য কোন সংস্থার অফিসারকে সেনা প্রধান সংযুক্তির আদেশ দিতে পারেন না। এ, আর (আর)-১২৫ এবং এ্যাপেনডিক্স 'ডি' মোতাবেক কর্নেল ও তদূর্ধ অফিসারদের নিয়োগ ইত্যাদি সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়ে থাকে বিধায় সেনা প্রধান এইরূপ পদের অফিসারদের সংযুক্তি আদেশ সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে জারী করতে পারেন না। সরকারী আদেশ বলে যেসব আর্মি

www.nagorikpathagar.org

অফিসার সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, বিডিআর, ডিজি এফ আই, ইত্যাদিতে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে শৃংখলাজনিত কারণে সংযুক্ত করতে হলে সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সেনাবাহিনীতে প্রত্যাবর্তনের পর সেনা প্রধান সংযুক্তি আদেশ দিতে পারেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ডিজি,এফ আই-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মতিন, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পি,এস,ও মেজর জেনারেল এম, এস, এ, ভূঁইয়া ও বিডি আর-এর পরিচালক কর্নেল সালাম সম্পর্কিত সংযুক্তি ছিল অবৈধ এবং সেনা প্রধানের ক্ষমতা বহির্ভূত। কেবলমাত্র ব্রিগেডিয়র রহিম (অধিনায়ক, ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেড) এর ক্ষেত্রে সংযুক্তি আদেশটি সেনা প্রধানের ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্যদিকে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ডিজি, এফ আই ও বিডি আর-এ নিয়োজিত যে তিনজন উর্ধতন সেনা কর্মকর্তাকে সেনা প্রধান সংযুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন উক্ত অফিসারদের শৃঙ্খলা ভংগের বা কোন প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে কখনও কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কাজেই প্রাক্তন সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম শৃঙ্খলাজনিত কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে অবৈধ সংযুক্তির আদেশ প্রদান করে ব্যক্তিগত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকায় সেনা ব্রিগেড প্রেরণ সংক্রান্ত

পরিস্থিতি (সিচুয়েশন) এবং উদ্দেশ্য (মিশন) ছাড়া কোন অপারেশন আদেশ বাহির হওয়ার নিয়ম নেই। ২০ মে ১৯৯৬ প্রাক্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, তথা সরকারের অনুমোদন ব্যতীত বিভিন্ন ফরমেশন থেকে ব্রিগেড গ্রুপ ঢাকার উদ্দেশ্যে মুভ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ ও স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়।

সম্পূর্ণ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ২০ মে ১৯৯৬ তারিখে ঢাকা শহর ও সেনানিবাসের পরিস্থিতি অন্যান্য যে কোন দিনের মতই স্বাভাবিক ছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন অবনতি ঘটেনি বা এ ব্যাপারে কোন সংস্থা হতে কোন রিপোর্টও ছিলনা। বেসামরিক প্রশাসনও সামরিক বাহিনীর সহায়তা চায় নি। অন্যদিকে অপারেশন অর্ডারে স্থানীয় ফরমেশন গুলিকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এরূপ কোন উদ্দেশ্য না দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেক ঢাকার দিকে ব্রিগেড মুভ করার

www.nagorikpathagar.org

জন্য যে সমস্ত ফরমেশন গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাতে মুষ্টিমেয় উর্দ্ধতন কমান্ডারগণ ব্যতীত বাকিরা এ মুভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত বা পরিস্কার ছিলনা। বেশির ভাগই এ মুভকে যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। অন্যদিকে যারা এ মুভের উদ্দেশ্য জানত তারা প্রতিষ্ঠানিক বিশ্বস্ততার পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছিল। এছাড়াও বাইরের ফরমেশন হতে ঢাকার অভিমুখে সৈন্য সমাবেশ করায় দেশে বহিশক্রর আক্রমণের এক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল যা দেশের স্বাধীনতার জন্য ছিল মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। তারাই স্বীয় উদ্যোগে কোনরকম সুষ্ঠু আদেশ-নির্দেশ ব্যতীত চটজলদি ঢাকার উদ্দেশ্যে মুভ করে। এ মুভ সম্পর্কে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম একদিকে যেমন সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে এবং দেশবাসীকে অবগত রাখেননি তেমনি প্রাক্তন সেনা প্রধানের মুষ্টিমেয় অনুগত কমান্ডারগণ ব্যতীত বাকিদেরকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছেন।

২০ মে '৯৬ এর পূর্ববর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে ইহা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সম্পূর্ণ ঘটনাটি ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত এবং সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ও সেনা বিদ্রোহের শামিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যগরিষ্ঠ দেশ প্রেমিক সেনাকর্মকর্তা ও সৈনিকদের সময়োচিত হস্তক্ষেপের দরুন মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী সেনানায়কগণ তাদের উচ্চাভিলাসও হীন স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হন। দেশের সেনাবাহিনী বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেনাবাহিনীর সম্মান ও স্বার্থের নামে দেশবাসী ও সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে একটি সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস চরিতার্থের জন্য দলাদলি, কোন্দল ও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ সেনা আইন বহির্ভূত কাজ। এ ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রপতি ও সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকার যে শপথ বাক্য পাঠ করে তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারে। কোন অবস্থাতেই যেন ব্যক্তি স্বার্থ দেশ ও জাতির চেয়ে বড় না হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চাভিলাসী ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অফিসারদের দ্বারা একটি জাতীয় সেনাবাহিনী যা অনেক কষ্টে দেশে বিদেশে ইতিমধ্যে সুনাম বয়ে এনে জাতীয় আস্থা অর্জন করেছে সে মুহূর্তে তার ভাবমূর্তি জনগণের সামনে নষ্ট হবে তা কারো কাম্য হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

৬

তদন্ত আদালতের সুপারিশ

ঢাকা সেনানিবাস ও সেনা সদর সহ বিভিন্ন সেনানিবাস ও অন্যান্য সংস্থা/ দপ্তরে কর্মরত সেনাবাহিনীর মেজর থেকে লেঃ জেনারেল পদবীর ৫৫ জন কর্মকর্তা যারা ২০ মে ১৯৯৬ ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের জবানবন্দি/লিখিত স্টেটমেণ্ট ও সাক্ষ্যসহ বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র, নির্দেশাবলী, ডিজি,ডিএফ আই কর্তৃক সরবরাহকৃত ১৭টি ক্যাসেট এবং প্রচলিত বিধি-বিধানাবলী পরীক্ষান্তে তদন্ত আদালত সুপারিশ পেশ করে। উল্লেখ্য যে, যে সকল সেনা কর্মকর্তাকে (সেনাপ্রধান নাসিম সহ) অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার জন্য দায়ী করা হয়েছে তাদেরও লিখিত জবানবন্দী/ শুনানী গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত আদালতের সুপারিশের সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। নিম্নলিখিত অফিসারগণকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির সুপারিশ করা হয় ঃ

(১) লেঃ জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, বীরবিক্রম, পিএসসি (অবঃ)

(২) মেজর জেনারেল জিএইচ মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম, পিএসসি (অবঃ)

(৩) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইন উদ্দিন, বীর প্রতীক,

(৪) মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, বীর প্রতীক, এ ডব্লিউ সি,পি এস সি

(৫) ব্রিগেডিয়ার কে এম আবু বাকের, বীর প্রতীক, পিএসসি

(৬) ব্রিগেডিয়ার মোঃ জিল্লুর রহমান, পি এস সি

(৭) ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান (অবঃ)

(৮) ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, পিএসসি

www.nagorikpathagar.org

(৯) ব্রিগেডিয়ার শফি মোহাম্মদ মাহবুব, পিএসসি

(১০) ব্রিগেডিয়ার মোঃ আজিজুল হক, পিএসসি

(১১) লেঃ কর্নেল আনিসুল হক মৃধা

(১২) মেজর সৈয়দ মাহবুব হাসান

২। উপরে বর্ণিত অফিসারগণ ছাড়াও নিম্নলিখিত অফিসারগনকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য যথাযথ শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয় ঃ

(১) মেজর জেনারেল গোলাম কাদের

(২) মেজর জেনারেল এজাজ আহমদ চৌধুরী, পিএসসি

(৩) মেজর জেনারেল মোঃ হারুন-অর-রশীদ, বীর প্রতীক, আর সিডিএস, পিএসসি

(৪) ব্রিগেডিয়ার সাদেক হুসাইন, পিএসসি

(৫) ব্রিগেডিয়ার এ টি এম আবদুল ওয়াহাব

(৬) ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক, এনডিইউ, পিএসসি

(৭) ব্রিগেডিয়ার রফিউদ্দিন আহমেদ, পিএসসি

(৮) ব্রিগেডিয়ার আবিদুর রেজা খান, পিএসসি

(৯) লেঃ কর্নেল নাসির উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি

(১০) লেঃ কর্নেল একে এম মোহাম্মদ আলি সিকদার, পিএসসি

(১১) লেঃ কর্নেল জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর

(১২) মেজর সৈয়দ মোঃ ইউসুফ ইকবাল

তদন্ত আদালতের সভাপতি ছিলেন–মেজর জেনারেল মতিউর রহমান বীর প্রতীক, জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন, মোমেনশাহী সেনানিবাস ও অন্যান্য সদস্য ছিলেন–

(১) ব্রিগেডিয়ার মোঃ শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক, কমান্ডার, আর্মি সিগন্যাল ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস

www.nagorikpathagar.org

(২) ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ আলম পিএসসি, কমান্ড্যান্ট, অর্ডন্যান্স সেন্টার এণ্ড স্কুল, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস

(৩) ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ নুরুল হক, পিএসসি, কমান্ডার ২২২ পদাতিক ব্রিগেড, সৈয়দপুর সেনানিবাস

(৪) ব্রিগেডিয়ার মোঃ জাকির হোসেন, পিএসসি, জি, কমান্ডার ৫৫ আর্টিলারী ব্রিগেড, যশোর সেনানিবাস।

উপরোল্লেখিত তদন্ত আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪ মে ১৯৯৬ তারিখের পরামর্শ মোতাবেক সেনাসদর কর্তৃক ২৫ মে '৯৬ তারিখে গঠিত হয়। টার্ম অব রেফারেন্স অনুযায়ী তদন্ত কার্য সম্পন্ন করে তদন্ত আদালত ৭ জুন '৯৬ তারিখে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন তদানিন্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান এর নিকট প্রেরণ করে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১০ জুন '৯৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন (২ কপি) পেয়ে ঐ দিনই প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে আমি ১ কপি মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করি।

সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবর রহমান তদন্ত আদালতের প্রতিবেদনের উপর যে মন্তব্য ও সুপারিশ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত-সার ছিল নিম্নরূপ ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পর্যায়ে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ভংগ, নৈতিক স্খলন, কতিপয় রাজনৈতিক নেতার সাথে নীতি বহির্ভূতভাবে যোগাযোগ স্থাপন, সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক দন্দ্ব ও কোন্দল সৃষ্টির প্রচেষ্টার জন্য গত ১৮ মে ১৯৯৬ দুইজন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর দানের আদেশ প্রাক্তন সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ নাসিম কর্তৃক কার্যকর না করে ২০ মে '৯৬ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের (রাষ্ট্রপতি) প্রাসংগিক নির্দেশ অমান্য করতঃ কতিপয় বিদ্রোহ মূলক আচরণের ফলে সেনাবাহিনী তথা সমগ্র দেশে এক বিপদজনক অনিশ্চয়তা ও আশংকাজনক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। যা হোক পরম আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপা, সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের বিচক্ষণতা এবং দেশ প্রেমিক সেনা সদস্যদের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

ফলে জাতির চরম সন্ধিক্ষণে সম্ভব হয়েছে দেশকে এক নিশ্চিত আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা। কতিপয় সেনা কর্মকর্তাদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ ও উচ্চাভিলাসী কার্মক্রমের দ্বারা সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য ও সম্মানজনক ভাবমূর্তিকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। তিনি তদন্ত আদালতের কার্য বিবরণী পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে তদন্ত আদালত কর্তৃক উদঘাটিত তথ্য, মতামত ও সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তদন্ত আদালত কর্তৃক চিহ্নিত ১ম গ্রুপের ১২ জন সেনা কর্মকর্তার ক্রিয়াকলাপ সেনা আইনের ৩১ ধারা ও দন্ডবিধির ১২৪ এ ধারা (বিদ্রোহ/রাষ্ট্র দ্রোহিতা) এর আওতায় পড়ে যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ সমস্ত অফিসারদেরকে তাদের কর্মের জন্য ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল এ বিচার করতঃ সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত ১২ জন অফিসারের প্রায় সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বীরত্বপূর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়েছেন। জাতির কঠিন দিনগুলোতে তাদের অবদানের কথা স্মরণ রেখে এবং দেশের বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ও সর্বস্তরের সদস্যদের মনোবলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। অধিকন্তু, কোর্ট মার্শালে বিচারে বিষয়টির সম্পৃক্ততার ব্যপকতা, সময় সাপেক্ষতা এবং বিবিধ প্রতিক্রিয়ার উপর দৃষ্টি রেখে কোর্ট মার্শালের পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ চাকুরী হতে বরখাস্ত-এর সুপারিশ করেছেন। তদন্ত আদালত কর্তৃক ২য় গ্রুপের ১২ জন কর্মকর্তাদের "যথাযথ শাস্তি"-এর সুপারিশ ক্ষেত্র বিশেষে এবং পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

৭

সেনাবাহিনী প্রধানের সুপারিশসহ তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে আমি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করি। মাননীয় রাষ্ট্রপতি ৭জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত (ডিসমিস) এবং ৫ জন কর্মকর্তাকে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দানের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বিষয়টি সার সংক্ষেপ আকারে প্রতিরক্ষা সচিব ১১ জুন '৯৬ তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট উত্থাপন করলে তা ঐদিনই অনুমোদিত হয়। ১২ জুন '৯৬ তারিখ দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের জন্য সকল অফিস ছুটি থাকায় ১৩ জুন '৯৬ তারিখে উল্লেখিত ৭ জন সেনা কর্মকর্তার বরখাস্ত আদেশ এবং ৪ জন সেনা কর্মকর্তার বাধ্যতামূলক অবসর দানের আদেশ (১ জন-কর্মকর্তা ব্রিগেঃ হামিদুর রহমান-এর বাধ্যতামূলক আদেশ পূর্বেই জারী করা ছিল) ১৩ জুন '৯৬ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা হয়।

বরখাস্তকৃত সেনা কর্মকর্তাগণ হলেন ঃ

(১) লেঃ জেনারেল এ এস এম নাসিম (অবঃ)

(২) মেজর জেনারেল জি,এইচ, মোর্শেদ খান (অবঃ)

(৩) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইন উদ্দিন

(৪) ব্রিগেডিয়ার কে,এম, আবু বাকের

(৫) ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

(৬) ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান

(৭) ব্রিগেডিয়ার শফি মোহাম্মদ মেহবুব

এই ৭জন অফিসারের বরখাস্তের আদেশ আর্মি এ্যাক্ট সেকশন ১৬, আর্মি এ্যাক্ট (রুলস) ৯ এ, ১২ (১) এবং আর্মি রেগুলেশনস (রুলস) ২৬১ ও ২৬৯ ধারা মোতাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা হয় যা অবিলম্বে কার্যকর হয়। ২০ মে '৯৬ তারিখের ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পরে এই

www.nagorikpathagar.org

অফিসারগণকে ঢাকা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। এদের বরখাস্ত আদেশ জারী হওয়ার পরপরই সেনা কাস্টডি থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর প্রাপ্ত অফিসারগণ হলেন–

(১) মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম

(২) ব্রিগেডিয়ার মোঃ আজিজুল হক

(৩) ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান

(৪) লেঃ কর্নেল আনিসুল হক মৃধা

(৫) মেজর সৈয়দ মাহমুদ হাসান

ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান ব্যতীত অন্য ৪ জন অফিসারের বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ আর্মি এ্যাক্ট সেকশন ১৮, আর্মি এ্যাক্ট (রুলস) ১২ (১) এবং আর্মি রেগুলেশনস (রুলস) ২৬২ (৪) ধারা মোতাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ জুন '৯৬ তারিখে জারী করা হয় এবং অবিলম্বে কার্যকরী হয়। ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমান সম্পর্কিত অবসর আদেশ ইতিপূর্বে ১৮ মে '৯৬ তারিখে জারী করা হয়েছিল এবং ২০ মে '৯৬ তারিখের ঘটনার পর ২১ মে '৯৬ তারিখে নূতন সেনাপ্রধান কর্তৃক কার্যকরী করা হয়।

আরও তিনজন অফিসারের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান

পরবর্তীতে সেনাসদর ১৫ জুন '৯৬ তারিখে নিম্নলিখিত ৩ (তিন) জন অফিসারকে চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর প্রদানের প্রস্তাব করে–

(১) মেজর জেনারেল গোলাম কাদের

(২) মেজর জেনারেল এজাজ আহমদ চৌধুরী

(৩) ব্রিগেডিয়ার আবিদুর রেজা খান

প্রস্তাবের পক্ষে সেনা সদর উল্লেখ করেন যে, উপরোক্ত কর্মকর্তাগন গত ২০ মে '৯৬ তারিখে সেনাবাহিনীতে উদ্ভুত ঘটনাবলীর সাথে এমনভাবে

www.nagorikpathagar.org

জড়িত যা সেনাবাহিনীর শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই সেনাবাহিনীর শৃংখলা রক্ষার্থে এবং দেশের স্বার্থে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে রাখা সমীচীন নয়। বিষয়টি সম্পর্কে ইতিমধ্যে সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান, ডিজি, এফ আই মেজর জেনারেল মোঃ আবদুল মতিন ও পিএস ও মেজর জেনারেল এম এস এ ভূঁইয়া মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করেন যখন প্রতিরক্ষা সচিব এম,এ, হাকিম ও রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল রুহুল আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সেনা সদরের প্রস্তাব মোতাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ উত্থাপন করেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর ১৭ জুন '৯৬ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই তিন জন অফিসারকে আর্মি এ্যাক্ট সেকশন ১৮, আর্মি এ্যাক্ট (রুলস) ১২ (১) ও আর্মি রেগুলেশনস (রুলস) ৬৪ (৪) ধারা মোতাবেক জারী করা হয়, যা অবিলম্বে কার্যকর করা হয়।

ঘটনা সম্পর্কিত কোর্ট অব ইনকোয়ারী-এর রিপোর্টের উপর নুতন সেনাবাহিনী প্রধান (লেঃ জেনারেল) মাহবুবুর রহমান)-এর সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনে মোট ২৪ জন সেনা অফিসারকে ২০ মে '৯৬ এর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার জন্য দায়ী করা হয়। তাদের মধ্যে ৭ (সাত) জন অফিসারকে সেনা হিনীর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং ৮ (আট) জন অফিসারকে অকাল ı (বাধ্যতামূলক) অবসর প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ৯ (নয়) জন অফিসারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে শাস্তিকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী প্রধানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে দেশে ১২ জুন '৯৬ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং জাতীয় পার্টি ও জাসদ-এর সমর্থনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করে। ২৩ জুন ১৯৯৬ তারিখে নবনির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এর নিকট বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণ করেন। প্রাক্তন বিচারপতি হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রপতি পদে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস বহাল থাকেন, কারণ সংবিধান অনুযায়ী তাঁর মেয়াদকাল অক্টোবরের ১৯৯৬ পর্যন্ত অব্যহত

www.nagorikpathagar.org

থাকবে। তবে স্বাভাবিক কালের মত সংবিধান অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ন্যস্ত হলো। কিছু দিন পর আমাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলী করা হলে আমি ৩১ জুলাই '৯৬ তারিখে প্রতিরক্ষা সচিবের দায়িত্বভার ত্যাগ করি। অবশ্য আমার এ অসময়ের বদলী ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

অক্টোবর '৯৬ এর প্রথম দিকে বরখাস্তকৃত সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) এ, এস,এম, নাসিম সহ ৭ (সাত) জন বরখাস্তকৃত কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভিন্ন ভিন্নভাবে আবেদন পেশ করেন তাদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য। সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন এবং ১৯৯৭ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে সাত জন অফিসারের বরখাস্তের আদেশ সংশোধন করে তাদেরকে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দানের আদেশ দেন, এতে করে তাঁরা সেনাবাহিনীর চাকুরী বিধি অনুযায়ী যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হন। কিন্তু তাদের চাকুরীতে ফিরিয়ে নেওয়া হলো না। যেসব অফিসারকে ইতিপূর্বে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দেওয়া হয়েছিল তারাও প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাদের ব্যাপারে পূর্বে প্রদত্ত আদেশ পরিবর্তন করা হয়নি, অর্থাৎ তাদেরকে চাকুরীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) এ,এস,এম, নাসিম ও অন্যান্য) সাজাপ্রাপ্ত সেনা অফিসারগণ সরকারের এহেন আদেশে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম ১৯ অক্টোবর ১৯৯৭ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ আর্টিকেলের আওতায় তাঁর সম্পর্কিত অকালীন (বাধ্যতামূলক) আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার তথা প্রতিরক্ষা সচিবকে রেসপনডেন্ট করে অবসর দান আদেশের বিরুদ্ধে একটি রীট মামলা (রীট নং ৬৭১৭/১৯৯৭) দায়ের করেন। এই রীট আবেদনে তিনি চাকুরী ফেরত পাওয়াসহ সেনাপ্রধানের পদে পুনর্বহাল হতে চান। সংশ্লিষ্ট সকলের শুনানী ও সংবিধানের আর্টিকেল -৪৫ বিবেচনান্তে রীট মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হল যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথা সরকার লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম ও অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা ছিল পুরোপুরি আইনানুগ ও সঠিক।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–ক

৮

মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ

(২০ মে '৯৬ বিকাল ৫-৩০ মিনিটে রেডিও-টেলিভিশনে সম্প্রচারিত)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

আগামী ১২ জুন ১৯৯৬ অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মী এবং দেশের আপামর জনগণকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাই। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে আমি আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

২। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সৃষ্ট বিধান মোতাবেক আমি কালবিলম্ব না করে দশজন উপদেষ্টাসহ একজন প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করি। প্রধান উপদেষ্টা প্রাক্তন বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁর সুযোগ্য উপদেষ্টাগনের মধ্যে বন্টন করেন।

প্রিয় দেশবাসী,

৩। আপনারা জানেন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং তিনি বর্তমানে দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতির

www.nagorikpathagar.org

হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সম্পর্কে জনগণের মাঝে যে কোন রকমের বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে দেশবাসীকে আমার কার্যালয় এবং সরকার থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এসব ব্যাখ্যা দেশের প্রায় সবক'টি পত্রিকায় যথাযথভাবে ছাপা হয়েছে।

৪। দেশের সেনাবাহিনী দেশের গৌরব। কঠোর নিয়ম-শৃংখলা ও দায়িত্ব পালন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য অপরিহার্য। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সদস্যদের অপরিসীম ত্যাগ আমাদের সবার মানস পটে অম্লান হয়ে আছে। গৌরবোজ্জল মহিমায় মহীয়ান আমাদের সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। আপনারা সবাই জানেন, সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আর্মি আক্ট-এর বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত। সাহসিকতাপূর্ণ ও কল্যাণময় কাজের জন্য যেমন তাঁদের পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে শৃংখলা ভঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

প্রিয় দেশবাসী,

৫। সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভংগের জন্য দু'জন কর্মকর্তাকে আর্মি এ্যাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় আর্থিক সুবিধাসহ বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে। আমি মনে করি,, তাঁদের প্রতি প্রদত্ত এই আদেশ অত্যন্ত ন্যায়ানুগ এবং নমনীয়। সেনাবাহিনীর শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে আমাকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি সবার অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, মেজর জেনারেল জি এইচ মোর্শেদ খান, বীর বিক্রম, বগুড়া এরিয়া কমান্ডার-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভঙ্গ, নৈতিক পদস্খলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি প্রয়াসের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর উপ-মহাপরিচালক-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগসহ সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উস্কানী প্রদান, নৈতিক পদস্খলন, প্রতারণার মাধ্যমে পদোন্নতি গ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সরাসরি যোগযোগ স্থাপন এবং শৃংখলা ভংগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

www.nagorikpathagar.org

৬। দেশে যখন একটা নির্বাচন আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ যখন তাদের পছন্দমত লোককে নির্বাচিত করে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মুখ হয়ে আছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের গৌরব সেনাবাহিনীর দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ষড়যন্ত্রমূলক কর্মপ্রয়াসকে কোনক্রমেই উপক্ষো করা যায় না। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে, সেনাবাহিনীর শৃংখলা রক্ষার্থে এবং সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে আমি ঐ দু'জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

প্রিয় দেশবাসী,

৭। উপরস্থ কর্মকর্তার আদেশ নির্দ্ধিধায় পালন করা সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আবু সালেহ মোঃ নাসিম, বিবি, পিএসসি এই আদেশ পালন না করে ঔদ্ধ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভংগ করেছেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সামিল কাজ করেছেন, যা একজন সেনাকর্মকর্তার জন্য অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তদুপরি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্তব্যে নিয়োজিত তিনি তাঁর অনুগত সেনা সদস্যদেরকে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংঘঠিত করে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ক্ষমাহীন ঔদ্ধ্যত জাতি মেনে নিতে পারেনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সাথে সার্বিক বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে, সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর আইন মোতাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আবু সালেহ মোঃ নাসিম, বিবি, পিএসসিকে আজ হতে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে এবং চীফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান পিএসসি-কে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ দান করা হয়েছে। এই আদেশ ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় দেশবাসী,

৮। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমি দেশবাসীকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে আমি দেশবাসীর প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। অতীতে দেশের দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বহু অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমি আশা করি, জাতি যখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করার প্রয়াসে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তা বানচাল করার অপচেষ্টা জনগণ মেনে নেবেনা। এই সময় দেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পুলিশ, বিডিআর, আনসার এবং সর্বোপরি সামরিক বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দের কাছে আমার আকুল আবেদন ঃ ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধে থেকে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যাহত অগ্রযাত্রায় শরীক হোন এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে সবধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ান। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ্ আমাদের সহায়।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–খ

৯

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

(২০ মে, ১৯৯৬ রাত সাড়ে ৯টা)

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে

পরম করুণাময় আমাদের সকলের উপর প্রসন্ন হোন

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা জানেন, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা ও নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই লক্ষ্যে আমি এবং আমার সহকর্মীগণ নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনীর দুজন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। এসব আলোচনায় দেশের স্থিতিশীলতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করি। বর্তমান সাংবিধানিক আয়োজনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির উপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর ভাষণ রেডিও-টেলিভিশনে ইতোমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে।

বর্তমান মুহূর্তে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন হবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। দেশবাসীকে এ সময় ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত থাকার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। জাতির সম্মুখে এটি একটি পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমি একটি আকুল আবেদন জানাতে চাই। আপনারা সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখুন। সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ দেশের বিপদে আপদে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে, ত্রাণ তৎপরতায় ও বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মকান্ডে বরাবরই জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশের সৈনিকগণ ভাইয়ের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সহায়তা দেবেন এবং মদদ যোগাবেন, দেশ আপনাদের কাছে এই আশা করে। তাঁরা মুখোমুখি কোন রেষারেষির মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন না, যেন বড় দুঃখী এই বাংলাদেশের মাটির ভাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত না হয়।

পরম করুণাময় আমাদের সকলের সহায় হোন।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–গ

১০

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এর বিবিসিতে ১৯৯৬ সালের ২৫ মে তারিখে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার।

দৈনিক ইত্তেফাকের ২৬ মে ১৯৯৬ তারিখ রবিবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"গতরাতে বিবিসিতে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। বিবিসির সংবাদদাতা আতিকুস সামাদ প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন আপনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলিয়াছেন যে, যে দুইজন সামরিক কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দান করা হইয়াছে, তাহারা একটি রাজনৈতিক দলের সংগে যোগাযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি দলের নাম বলেন নাই। এই ২ জন কর্মকর্তা যে দলের সাথে যোগাযোগ করিয়াছেন, আপনি তাহার নাম বলিবেন? জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, ১২ ই জুন যে সাধারণ নির্বাচন হইবে তাহা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হইবে। সারা পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিবে বলিয়া তিনি এমন কোন জবাব দিবেন না, যাহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে। সেইজন্যই তিনি পার্টির নাম বলিবেন না। ইহাতে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

আতিকুস সামাদ ঃ আপনি যে নির্বাচনের কথা বলিলেন তাহা হইলে এই সময়ে কি এই পদক্ষেপ না নিলে হইত না? এই পদক্ষেপের ফলে তো নির্বাচন না হওয়ার মত পরিস্থিতি ও হইতে পারিত?

প্রেসিডেন্ট ঃ পদক্ষেপটা প্রয়োজন দেশের শান্তির জন্য। এখন সমগ্র আর্মি পার্সোনেল তথা দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান। দেশের মানুষ এই শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখাটাকে প্রেসিডেন্টের অবশ্য কর্তব্যের অন্যতম মনে করে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া এতবড় ব্যাপারকে আগাইতে দেওয়া যায় না। এক হিসাবে এতবড় ব্যাপারটাকে ধরিয়া রাখার প্রশ্নই আসে না।

www.nagorikpathagar.org

আতিকুস সামাদ ঃ অতএব আপনি পদক্ষেপ নিয়াছেন। এসব পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আপনি বলিয়াছেন যে, আপনার সামনে কিছু তথ্য-প্রমাণ হাজির করা হইয়াছিল এবং সেইগুলি আপনি দেখিয়াছেন । কি ধরনের তথ্য-প্রমাণাদি হাজির করা হইয়াছে?

প্রেসিডেন্ট ঃ আমি একজন বর্ষিয়ান আইনজীবি, ৪০ বছরের বেশী সময় আমি আইনের ব্যবসা করিয়াছি। সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিলে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি তাহা করা যায় না। আমি জানি তথ্য-প্রমানাদির কথা। ঐগুলি দেখিয়া-বুঝিয়া শুনিয়া সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং এসব তথ্যাদি প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারাই যাহারা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আর্মি পার্সোনেল, ডিজিএফ আই চীফ বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বীর বিক্রম এই দায়িত্বে নিয়েজিত। তাহার দায়িত্ব কোথায় বসিয়া কে কি করেন তাহা সংগ্রহ করা। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার লোকজনের মাধ্যমে সেই সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়াছি। কিন্তু আদেশ দেওয়ার আগে আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল হাকিমের নিকট হইতে আমি এসব জানি, তিনি একজন দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট। তাহাকে যেসব রিপোর্ট, প্রতিবেদন, কাগজপত্র, দলিলাদি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আমিই তাহাকে দিয়াছি এবং বলিয়াছি আপনি দেখেন এখানে কি আছে।

আতিকুস সামাদ ঃ প্রথমে আপনি আপনার বক্তৃতায় শৃংখলা ভংগের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আইএসপি আর এর বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, তাহারা সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনি প্রথমে তাহা বলেন নাই কেন?

প্রেসিডেন্ট ঃ ইহা বলিয়াছি এই জন্য যে, তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলা হইলে তাহাদের গুরুতর সাজা দিতে হইত। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের সাজা দেওয়াটা সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারটি হালকা করার জন্যই নমনীয় হইয়া উহা করা হইয়াছে। এই ধরনের অবসর দান বেগম জিয়ার আমলে অনেক হইয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী আমলের তো কোন হিসাবই নাই।

আতিকুস সামাদ ঃ জেনারেল নাসিম এখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন?

প্রেসিডেন্ট ঃ জেনারেল নাসিম ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি ভিআইপি রেষ্ট হাউজে অন্তরীণ অবস্থায় আছেন।

আতিকুস সামাদ ঃ তিনি কি একাকি আছেন? না-কি তাহার সংগে আরো অন্যরা অন্তরীণ আছেন?

প্রেসিডেন্ট ঃ ওখানে একাই উনি অন্তরীণ আছেন। ভিআইপিদের যেসব সুবিধা আছে তাহা সবই সেখানে আছে। শুধু টেলিফোন কানেকশনটি নাই।

আতিকুস সামাদ ঃ জেনারেল নাসিমের সাথে আর যাহাদের কথা বলা হইতেছে তাহারা কি তাহার সঙ্গেই আছেন?

প্রেসিডেন্ট ঃ আরও ৬জন আছেন কাছেই ৩টি মেসে, তাহারাও অন্তরীণ আছেন।

আতিকুস সামাদ ঃ আপনি বলিয়াছেন তাহারা অন্তরীণ। একটি তদন্ত কমিটি ও করা হইয়াছে। পরে কি আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন যে, তাহাদের বিচার করিবেন, কি করিবেন না?

প্রেসিডেন্ট ঃ সামরিক বাহিনীর আইন অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির নেতা একজন মেজর জেনারেল। তাহারা সম্পূর্ণ জিনিষটি দেখিবেন যে, কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সেনা প্রধানকে অবসর দেওয়া হইল। তাহারা পরিস্থিতি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিবেন এবং তাহাদের মতামত দিবেন। তারপর বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মাহবুবুর রহমান উহার উপর তাহার কমেন্ট দিবেন। অতঃপর উহা প্রেসিডেন্টের কাছে আসিবে। প্রেসিডেন্ট তখন সিদ্ধান্ত নিবেন তিনি কি করিবেন।"

www.nagorikpathagar.org

উপরোল্লেখিত সাক্ষাৎকারটি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ২৫ মে '৯৬ তারিখ অপরাহ্নে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির অফিস কক্ষে বিবিসি-এর প্রতিনিধি আতিকুস সামাদকে প্রদান করেন। ঐ সাক্ষাতকারের সময়ে ডিজিএফআই মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী আবদুস সোবহান ও আমি (প্রতিরক্ষা সচিব) উপস্থিত ছিলাম। সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি ঘটনার নেপথ্যে যে রাজনৈতিক দলটির সম্পৃক্ততা ছিল তার নাম উল্লেখ না করায় এটা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক এবং দেশে গণতন্ত্রের ধারা বজায় থাকুক। বিশেষ রাজনৈতিক দলটির নাম প্রকাশ করা হলে দেশে গোল-যোগ ও অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারত, ফলে নির্বাচন বানচাল হত।

www.nagorikpathagar.org

১১

পরিশিষ্ট–ঘ

বিবিসি-এর সাথে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমের টেলিফোনে সাক্ষাৎকার

সোমবার রাতে (২০ মে ১৯৯৬) বিবিসি লেঃ জেনারেল এ,এস,এম নাসিমের এক সাক্ষাঃকার প্রচার করে। এই সাক্ষাতকারের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বিবিসি ঃ আপনি কি এখন গৃহবন্দী বা কোনরকম বন্দী অবস্থায় আছেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ না। আমি আমার অফিসে অবস্থিত।

বিবিসি ঃ আপনি এখন অফিসে কি করছেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ আমি আমার অফিসে আমার কাজ করছি।

বিবিসি ঃ কিন্তু আপনাকে তো রিটায়ার করে দেওয়া হয়েছে। তারপর এখন কি কাজ করছেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ আমাকে রিটায়ার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমিতো সেননাবাহিনী প্রধান। সেই রিটায়ারমেন্টটা তো ইললিগ্যাল অর্ডার।

বিবিসি ঃ আপনি একে অবৈধ বলছেন কেন? সামরিক বাহিনীর উপর প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি নিজে ডিফেন্স পোর্টফেলিও দেখেন, কাজেই সেই অবস্থায় আপনি একে অবৈধ বলছেন কেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ বলছি এইজন্য, কারণ একটা রিটায়ারমেন্ট করতে হলে তার একটা নিয়ম আছে, কোন নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়নি।

বিবিসি ঃ তাহলে কি এখন আপনাকে রিটায়ার করে দেয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছে সেটা তাহলে আপনি মানছেন না?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ এ ধরনের কোন আদেশ আমার কাছে আসেনি।

বিবিসি ঃ আপনি সেনাবাহিনী মুভ করাচ্ছেন কেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ এটা সেনাপ্রধানের এক্তিয়ারের মধ্যে।

বিবিসি ঃ আপনি কি রাষ্ট্রপতি ও সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী মুভ করাচ্ছেন?

লেঃ জেনারেল নাসিম ঃ প্রশ্নই উঠে না। আমি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল।

দৈনিক জনকণ্ঠ , ২১ মে '৯৬

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–৬

১২

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪-৫-৯৬ তারিখে জারীকৃত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

(মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, গত ২০ শে মে, ১৯৯৬ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংঘটিত অনাকাংখিত ঘটনাবলী ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত এতদসংক্রান্ত আইনানুগ পদক্ষেপসমূহ নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল হতে বিভ্রান্তি ও উস্কানীমূলক তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রতীয়মান হয়। সত্য আড়াল করে আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রচারিত এসব মিথ্যে, বানোয়াট ও বিকৃত প্রচারনায় যাতে দেশপ্রেমিক জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিভ্রান্ত না হন সেজন্য সরকার সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করছেন ঃ

১। একথা বাংলাদেশের সকল সচেতন নাগরিক অবগত আছেন যে, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্ব মাননীয় রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনি সংবিধান মোতাবেক সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কও বটে। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন নির্বাচিত এবং তিনি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের প্রতীক।

২। কিছুকাল যাবৎ সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তা তাদের লালিত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে টেলিফোনে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বাসগৃহে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চালিয়ে যান। সেনাবাহিনীর প্রচলিত আইন ও ঐতিহ্যের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন, দু'জন কর্মকর্তা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মাকাণ্ড, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে দলাদলি ও কোন্দল সৃষ্টি ও শৃংখলা বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হন। তারা হলেন–বগুড়াস্থ ১১ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান, বীর বিক্রম, পিএসসি ও বাংলাদেশ রাইফেলস এর উপ-মহাপরিচালক, ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান। উভয় সেনা কর্মকর্তা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

৩। মেজর জেনারেল জিএইচ মোর্শেদ (অবঃ) এর কতিপয় আপত্তিজনক ও সামরিক বাহিনীর শৃংখলা পরিপন্থী কার্যকলাপ নিম্নরূপ ঃ

তিনি প্রায়ই বিভিন্ন সরকারী কাজের অজুহাতে ঢাকা আসতেন এবং কাজ শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের কর্মকাণ্ড ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদবীতে পরিবর্তন/দল গঠন বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং সেনাবাহিনীর সমমনা অফিসারদের নিয়ে দল গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সাবেক সেনা প্রধানের জড়িত থাকার বিষয়ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনায় উল্লেখ করতেন। তিনি জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। তার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও পারিবারিক জীবনের কতিপয় ঘটনাও ছিল একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার পক্ষে অশোভনীয় ও অনাকাংখিত।

৪। ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান (অবঃ) এর কতিপয় সেনা শৃংখলা বিরোধী ও অশোভনীয় কার্যকলাপ নিম্নরূপ ঃ

তিনি একজন নিম্ন শৃংখলা মানের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও অবৈধ পন্থা ও যোগসাজসের মাধ্যমে পদোন্নতি পান। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ কোর্সে অবস্থানকালে একজন মহিলা সার্জেন্ট এর সংগে অসামাজিক কার্যকলাপের চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন। এজন্য ইতিপূর্বে তাকে

www.nagorikpathagar.org

পদাবনতির শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি গোপনে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ (অবঃ) এর যোগসাজসে সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বিভেদ ও কোন্দল সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি গোপনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

৫। উপরে বর্ণিত কার্যাবলী সেনা আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও চরম অসদাচরণ। এজন্য আর্মি এ্যাক্ট অনুযায়ী উক্ত দুই সেনা কর্মকর্তার কঠোর শাস্তি প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাননীয় রাষ্ট্রপতি অফিসারদ্বয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভূমিকার কারণে নমনীয়তা প্রদর্শন করে গত ১৮ই মে, '৯৬ সংশ্লিষ্ট বিধানের ন্যূনতম শাস্তি হিসাবে পূর্ণ আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর প্রদান করেন। এই আদেশ ১৮ই মে অপরাহ্ন থেকে কার্যকর করনের নির্দেশ ছিল।

৬। সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রতিটি সদস্যকে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ বিনা বাক্যে পালন করতে হয়। প্রদত্ত আদেশ ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ না হলেও বিনা প্রশ্নে আইনানুগ আদেশ মান্য করাই একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা সামরিক কর্মকর্তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঔদ্ধত্য ও ষড়যন্ত্রের সকল সীমা অতিক্রম করে তদানীন্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, বীর বিক্রম, পিএসসি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ সরাসরি অমান্য করেন। মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান (অবঃ) এর অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৮ মে '৯৬ তারিখে সেনাসদরে প্রেরণ করা হয়। সেনা প্রধান মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়কের উক্ত আদেশ কার্যকরী না করে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে ১৯ মে '৯৬ তারিখে সাক্ষাৎ করেন এবং উক্ত দুই কর্মকর্তাকে অবসর প্রদানের গৃহীত সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার জন্য চাপ দেন।

www.nagorikpathagar.org

মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্মকর্তাদ্বয়ের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের কথা বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অবসর প্রদান করা হয়েছে বলে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমকে জানান। মাননীয় রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী প্রধানকে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের অকালীন অবসর আদেশ কার্যকর করার জন্য পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন এবং উক্ত নির্দেশ কার্যকরী করার পর উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে রিভিউ পিটিশন মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে পেশ করার পরামর্শ দেন।

৭। লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম কর্মকর্তাদ্বয়ের অবসর প্রদানের ব্যাপারে আদেশ কার্যকরী না করে ঐদিন (১৯ মে '৯৬ রাত ৯টায়) পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিননীর ৪ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা যেমন ঃ মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল মতিন, বিপি,পিএসসি, মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া, পিএসসি, প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ব্রিগেডিয়ার রহিম, ১৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড, এবং কর্নেল সালাম, ডাইরেক্টর, অপারেশন এণ্ড ট্রেনিং, বিডিআরকে তাদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে পরদিন ২০ মে'৯৬ তারিখ ১২ টার মধ্যে মেজর জেনারেল মতিন এবং মেজর জেনারেল ভুঁইয়াকে লগ এরিয়া এবং কর্নেল সালাম ও ব্রিগেডিয়ার রহিমকে ষ্টেশন হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার জন্য সংযুক্তি আদেশ প্রদান করেন। একই সময় উক্ত অফিসারদের অফিস ও বাসস্থানে ব্যবহৃত টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। উক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ সময়ের মধ্যে রিপোর্ট না করলে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকাস্থ একটি ব্রিগেড কমান্ডারকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রয়োজনে বঙ্গভবন ঘেরাও করার কথাও বলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেঃ জেনারেল নাসিম (অবঃ) উক্ত সংযুক্তি আদেশ (এ্যাটাচমেন্ট অর্ডার) জারীর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তথা মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমতি গ্রহণ করেননি।

www.nagorikpathagar.org

৮। লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম সেনাসদরে২০-৫-৯৬ ইং তারিখ বেলা ১টার সময় কর্মকর্তাদের এক কনফারেন্স আহ্বান করেন এবং তার অবস্থানের পক্ষে কর্মকর্তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। তিনি যুগপত সকল এরিয়া কমান্ডারকে (চট্টগ্রাম ব্যতীত) তাঁর সাহায্যার্থে ১ ব্রিগেড করে সৈন্য ঢাকায় প্রেরণ করার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ঐদিন সকালে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের একজন নেতার সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহায়তা চান ও বিপরীতে যথাসময়ে প্রতিদানের আশ্বাস প্রদান করেন। প্রয়োজনে বঙ্গভবন ঘেরাও করে রাষ্ট্রপতিকে যথাসময়ে পদত্যাগে বাধ্য করার কথা বলেন। কোন কোন এরিয়া কমান্ডার (জি ও সি) বিষয়টি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে অবহিত করলে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে সকল জি ও সি'কে ঢাকায় প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। একই সাথে মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাভার এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বিবি, পিএসসি'কে ঢাকা অভিমুখে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমের নির্দেশ অনুযায়ী যেন কোন সৈন্য আসতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ ঘটনা চলাকালীন সময়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করেন।

৯। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে নৌবাহিনী ও ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান তদানীন্তন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ হতে জানানো হয় যে তিনি (নাসিম) মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ কার্যকর করলে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ২ জন সেনা কর্মকর্তা যথা–মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ এবং ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরান হামিদুর রহমানের অবসর আদেশ পুনর্বিবেচনা করবেন। কিন্তু তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান নৌবাহিনী প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিণী প্রধানের পুনঃপুন অনুরোধের পরও এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। বরং এই অবসর পুরোপুরি বাতিলের জন্য দাবী জানান।

www.nagorikpathagar.org

১০। উপরোক্ত ধারাবাহিক অবৈধ বেআইনী কার্যাবলী এবং প্রাক্তন সেনা প্রধানের রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল কার্যাবলী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও মাননীয় রাষ্ট্রপতির গোচরীভুত করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এ এস এম নাসিম, বীর বিক্রম, পিএসসি'কে সেনা বিধান অনুযায়ী অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর প্রদানের আদেশ দেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিজিএস, মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান, পিএসসিকে সেনাবাহিননী প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ দান করেন। এই আদেশ যথারীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দপ্তরসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো ছাড়াও ঐদিন বিকেল ৫ টায় রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। অতঃপর বিকেল সাড়ে ৫টায় মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ বিষয়ে সার্বিক ঘটনাবলী ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিধৃত করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তিনি শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সকল আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে আহ্বান জানান এবং দেশবাসীকে শান্ত থাকার অনুরোধ করেন। আসন্ন নির্বাচন যথাসময়ে হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য এই ভাষণের পুর্ণ বিবরণ ২১ শে মে, '৯৬ তারিখে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১১। ময়মনসিংহ এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আইনুদ্দীন মাননীয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্য করে ব্রিগেড কমান্ডার জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ১ ব্রিগেড সৈন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল রাজেন্দ্রপুরের কাছাকাছি এসে যখন জানতে পারে যে সাভার এরিয়ার সৈন্যরা ইতিমধ্যেই তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য গাজীপুর এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছে, তখন তারা আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে ত্রিশাল এরিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে ২১ মে '৯৬ তারিখ সকাল ৫টার দিকে তারা ব্যারাকে ফিরে যায়।

www.nagorikpathagar.org

১২। প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের নির্দেশ অনুযায়ী যশোর এরিয়া থেকে ঢাকায় প্রেরণ করার জন্য ২ ব্যাটালিয়ান সৈন্য প্রস্তুত রাখা হয়, কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকুলে চলে যাওয়ায় ঐ দু'টি ব্যাটালিয়নকে শেষ পর্যন্ত ঢাকা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়নি।

১৩। এদিকে ঢাকায় অবস্থানরত একটি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রোকন-উদ-দৌলা এবং অপর একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম তদানীন্তন সেনা প্রধানের অবৈধ ও বেআইনী তৎপরতাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন নাও দিতে পারেন এ আশংকায় লেঃ জেনারেল নাসিম (অবঃ) ২০ মে '৯৬ তারিখে উক্ত দু'টি ব্রিগেডের কমান্ডারদের পরিবর্তন করে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার বাকের এবং ব্রিগেডিয়ার আবেদকে নিয়োগ প্রদান করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।

১৪। বগুড়ার এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান (অবঃ) ব্রিগেড কমান্ডার শফি মেহবুব এর নেতৃত্বে এক ব্রিগেড সৈন্য ঢাকার উদ্দেশ্য প্রেরণ করেন। এ সেনাদল নগরবাড়ী ঘাটে এসে অবস্থান নেয় এবং কিছু সংখ্যক ফেরীতে আরোহণ করে। কিন্তু আরিচা ঘাটে সাভার ডিভিশনের সৈন্য মোতায়েনের খবর পেয়ে তারা আর নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন নি। অবশেষে ২১ শে মে, '৯৬ তারিখ সকালে তারা বগুড়ায় ফিরে যায়।

১৫। মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাকে আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ দানের পরও লেঃ জেনারেল নাসিম (অবঃ) সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে অবস্থান অব্যাহত রেখে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ২০ শে মে দিবাগত রাত ২.৩০ মিনিটে (২১ শে মে, ০২.৩০ ঘটিকায়) তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

১৬। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেনাসদরে অবস্থানকালে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম ২০ মে '৯৬ তারিখ রাত ৯ টার দিকে বিবিসি'র সাথে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকার প্রদান করেন যাতে তিনি ঢাকায়

www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনী আনার জন্য নির্দেশ প্রদানের কথা স্বীকার করেন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া তার পক্ষে কোন সংবাদ মাধ্যমের নিকট সাক্ষাৎকার প্রদান সম্পূর্ণ বেআইনী। তার প্রদত্ত বক্তব্য অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক এবং স্বীয় অপরাধ খন্ডনের অপচেষ্টা মাত্র।

১৭। ২০ মে '৯৬ তারিখে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ও এতদসংক্রান্ত সরকারী পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যা নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিভ্রান্তিকর প্রচারনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রপতি সেনা প্রধানকে অবহিত না করে প্রতিষ্ঠিত কমান্ড প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে দু'জন ঊর্ধতন সেনা কর্মকর্তাকে অবসর প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত চতুরতার সাথে চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে।

১৮। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার সকলের অবগতির জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চায় যে, চক্রান্তের সকল তথ্য প্রমাণ ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পাওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত চেইন অব কমান্ড পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বিশেষ করে, যেখানে উক্ত চেইন অব কমান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই কৃত চক্রান্তের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন। যেমন–মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ (অবঃ) এবং ব্রিগেডিয়ার মিরান হামিদুর হমান (অবঃ) এর কার্যকলাপের সংগে সাবেক সেনাবাহিনী প্রধানের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চেইন অব কমান্ড অনুসরণ করতে গেলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটার সম্ভাবনা ছিল এবং গত ২০ মে '৯৬ তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতি সময়ানুগ, ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভবপর হতো না।

www.nagorikpathagar.org

১৯। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের জড়িয়ে যে প্রসংগের অবতারনা করা হয়েছে সে ব্যাপারে সরকারের অভিমত হচ্ছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি সংগঠন, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাসকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যেসব সেনা সদস্য পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন তারাও এ বাহিনীর গর্বিত সদস্য এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কোন মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা ইস্যু সৃষ্টি কারো কাম্য হতে পারে না। কারণ, এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা ব্যহত হতে পারে এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদিও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আদর্শগত কোন বিভেদ পরিলক্ষিত হয় না, তবুও সেনাবাহিনীর বহির্ভুত কিছু মহল প্রায়শঃই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক কিছু ইস্যু তৈরী করতে চায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে চায় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭টি ডিভিশনের মধ্যে ৬টিরই জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মুক্তিযোদ্ধা। মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল মতিন, বিপি,পিএসসি, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া, পিএসসি এবং মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বিপি,পিএসসি সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। প্রথমোক্ত দু'জন মুক্তিযুদ্ধে লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিমের সাথে 'এস ফোর্সের' অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অথচ তারা সহযোদ্ধা হলেও গত ২০ মে '৯৬ তারিখে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় এই তিনজন জেনারেলসহ মোট ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার্থে তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম (অবঃ) এর অন্যায়, অবৈধ ও রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক নির্দেশ মেনে নেননি। বরং সাভারস্থ নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বিবি,পিএসসি'র সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ ও আইনানুগগ কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনের কারণে প্রাক্তন সেনা প্রধানের বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবর্ষিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

২০। উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ থেকে অগ্রসরমান সৈন্যদের প্রতিহত করার জন্য সাভার সেনানিবাস থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য গাজীপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। অপর এক ব্রিগেড সৈন্য আরিচা ঘাটে অবস্থান গ্রহণ করে বগুড়া থেকে আগত সেনাদলের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য। এছাড়া নবম পদাতিক ডিভিশন থেকে পর্যাপ্ত সেনা সদস্য এবং ট্যাংক ঢাকায় বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয়। অন্যদিকে, কুমিল্লা থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য সরকারের পক্ষে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ঢাকার অদূরে অবস্থান গ্রহণ করে।

২১। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে সরাসরি জড়িত ৭ জন ঊর্ধতন সামরিক অফিসারকে বিচারের উদ্দেশ্যে সেনা আইনের আওতায় আটক রাখা হয়েছে। অফিসারগণ হচ্ছেন ঃ লেঃ জেনারেল নাসিম (অবঃ), মেজর জেনারেল আইন উদ্দিন, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ (অবঃ) ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার. আবু বাকের ও ব্রিগেডিয়ার শফি মাহবুব। সুষ্ঠু বিচারের লক্ষে এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত আদালত গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এ তদন্ত আদালতের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

২২। সরকার এ পর্যায়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে ও প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন জনগণ পরিস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন। সরকার আশা করছেন যে, সরকার বিরোধী একটি ভয়াবহ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মত বিষয়ে যথার্থতা যাচাই না করে কোন মন্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিরত থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–চ

১৩

সংবাদপত্রে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি

২০ মে '৯৬ এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ৩ বছর পর উক্ত ঘটনার মূল নায়ক ও সাবেক সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিবৃতি ছাপান। এ ব্যাপারে দৈনিক মানব জমিনে যা প্রকাশিত হয় তা হলো– "রহস্যময় সেই সেনা বিদ্রোহ, মুখ খুললেন জেনারেল নাসিম, প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিলেন"

উপরোক্ত শিরোনামে সোমবার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক মানব জমিনে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

বাংলাদেশের হতমান ভাগ্যাহত এবং পদচ্যুত সেনাপতি লেঃ জেনারেল (অবঃ) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম প্রায় সাড়ে ৩ বছর আগের ধুম্রজালে ঢাকা সেনা বিদ্রোহ স্মরণ করতে গিয়ে এখনও ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে তাড়িত হন। ষড়যন্ত্রকারীরা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে তিনি সহ সেনাবাহিনীর ৭ জন ঊর্ধতন কর্মকর্তা আছেন–তা স্বপ্নের মত মনে হয়। মানব জমিন-কে দেওয়া এক দীর্ঘ ও চাঞ্চল্যকর লিখিত বয়ানে জেনারেল নাসিম বলেছেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকায় এতদিন তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ও চলাফেরার অসুবিধা ছিল। এখনও হয়ত আছে। তিনি অভিযোগ করেছেন, '৯৬-র ২০ মে'র ঘটনার পর তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হযেছিল। তিনি গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে কাজ করেছেন। তাকে সেনা প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে গণতন্ত্র বিনাশের এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছিলো ষড়যন্ত্রকারীরা। তার মতে অভিযুক্তদের প্রথমে হচ্ছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস। তিনি কথিত বিদ্রোহের ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি করে সংসদকে পুনুরজীবিত ও নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিলেন। এরপর তার সহযোগী হিসাবে অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, মেজর

www.nagorikpathagar.org

জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া, সাবেক সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) রুহুল আলম চৌধুরী, মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান (বর্তমানে পিএস ও, সশস্ত্রবাহিসী বিভাগ), ব্রিগেঃ (অবঃ) আবদুর রহিম, কর্নেল (অবঃ) আবদুস সালাম প্রমুখের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নালিশ উত্থাপন করেছেন। তার মতে ষড়যন্ত্রের কারণে আজ তিনি ক্ষমতা ও দায়িত্বের বাইরে।

ইতিহাসে প্রথম সেনা প্রধানের ৩১ বছরের গৌরবময় সৈনিক জীবনের ইতি যে কালিমায় ঘটেছে, জেনারলে নাসিম তার স্বচ্ছ, উন্মুক্ত বিচার চান। ঐ কালো দিনগুলোর উন্মোচনে তিনি আশ্রয় চেয়েছেন গণতন্ত্রের কাছে। তিনি বলেছেন, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক হয়েও আজ তিনি জাতির কাছে অবিশ্বাসী। প্রেসিডেন্ট সংবিধান লংঘন করে, ষড়যন্ত্র করে তাকে ও কয়েকজন ঊর্ধতন কর্মকর্তাকে সরালেন। তার বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটি একবারও তার মুখোমুখি হলো না, তিনি সুযোগই পেলেন না তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য খণ্ডন করতে। জেনারেল নাসিম মনে করেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নেতৃত্বে এর তদন্ত হলে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। এ জন্য সুপ্রীম কোর্টকে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা দানের সুপারিশ ও তিনি করেছেন। জেনারেল নাসিম সুবিচার চেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিকট দু'দফা আবেদন করেছেন। এখনও অপেক্ষায় আছেন, ন্যায়বিচার পাবেন। তিনি এই বলে চাপা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের সেনানিবাসগুলোতে তিনি এখনও নিষিদ্ধ।

পদচ্যুত সেনা প্রধান তার বক্তব্যে বলতে চেয়েছেন যে, তিনি বিদ্রোহ করেন নি। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে '৯৬ এর ২০ মে সকালে যখন চীফ অব ষ্টাফের অজ্ঞাতে সাভার সেনানিবাস থেকে ঢাকায় ট্যাংক ও আরিচায় সেনাদল পাঠানো হলো, তখন চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে তিনি পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জেনারেল নাসিম তার বক্তব্যে সেনাপ্রধানের পদে নিয়োগে অনিয়ম, সংবিধান ও আর্মির কানুন, প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসের সাথে তার

www.nagorikpathagar.org

কথোপকথন, কণ্ঠস্বর নকল করা ক্যাসেট, অন্য সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতা, বন্দিদশায় তার ও পরিবারের ওপর নির্যাতন সহ নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেছেন।

জেনারেল নাসিমের জবাবে জেনারেল মাহবুব

মঙ্গলবার ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক মানব জমিনে লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমানের মন্তব্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার সার-বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ২০ মে ১৯৯৬ অপরাহ্নে ফোন করে মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবন হুমকির মুখে। দেশ, গণতন্ত্র ও সংবিধান হুমকির মুখে। সেনা প্রধান (লেঃ জেনারেল নাসিম) বিদ্রোহ করেছে। সে তার ট্যাংক বাহিনী ও সৈন্য বঙ্গভবন অবরোধ করার জন্য পাঠাচ্ছে। সে শুধু ক্যু-ই করবে না, হত্যাও করবে। তিনি আরও বললেন যে তাকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হযেছে। জেনারেল মাহবুবুর রহমান বিদ্রোহ দমন করেন।

জেনারেল মাহবুবুর রহমান জানান, প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস সেদিন কিছুক্ষণ পরেই জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে সেনা প্রধান নাসিমের বিদ্রোহ, তাকে বরখাস্ত করা এবং নতুন সেনা প্রধান নিয়োগের ঘোষণা দেন। সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল মাহবুব বলেন, সেনা প্রধান কোনভাবেই প্রেসিডেন্টের আদেশ চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। কিন্তু সেদিন জেনারেল নাসিম শুধু প্রেসিডেন্টের আদেশ চ্যালেঞ্জই করেন নি, প্রেসিডেন্টকে বঙ্গভবনে অবরুদ্ধ করার জন্য ট্রপ্সও মুভ করিয়েছিলেন। সেদিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস তার অবস্থানে থেকে সঠিক ও সাহসী কাজ করেছেন। সংবিধান ও গণতন্ত্র সমুন্নত রেখেছেন।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিলেন বলে জেনারেল নাসিম যে অভিযোগ করেছেন, সেটা ঠিক নয়

www.nagorikpathagar.org

বলে জেনারেল মাহবুব মনে করেন। তিনি মনে করেন দেশে সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখা, গণতন্ত্র রক্ষা, সর্বোপরি তার জীবন রক্ষার তাগিদেই রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন। জেনারেল নাসিম তার লেখায় অনেক সত্য গোপন করে নিজের মত করে উপস্থাপন করে এবং সঠিকভাবে না লিখে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। জেনারেল নাসিমের ভাষ্য সত্য নয় বলে তিনি বলেছেন। নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে জেনারেল মাহবুব দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, তিনি কোন ষড়যন্ত্রে কখনো কোথাও জড়িত ছিলেন না। ২০ মে অপরাহ্নের আগে প্রেসিডেণ্ট বিশ্বাস, মেজর জেনারেল মতিন ও মেজর জেনারেল ভুঁইয়ার সাথে এ ব্যাপারে কোন যোগাযোগ ছিল না। ২০ মে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতির অর্ডার মেনে দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একটি গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা থেকে বাঁচাতে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং তা সঠিকভাবে পালন করেছি। জেনারেল মাহবুব বলেন, সেনাপ্রধান হিসাবে আমার পূর্বসুরী জেনারেল নাসিমের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই নি। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সবকিছু হয়েছে।

জেনারেল নাসিমের জবাবে জেনারেল ভুঁইয়া

বুধবার ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক মানব জমিনে মেজর জেনারেল সুবিদ আলি ভুঁইয়ার মন্তব্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার সার-বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও মেজর জেনারেল সুবিদ আলি ভুঁইয়া বলেন যে, সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল নাসিম তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। লেঃ (অবঃ) কবিরকে জেনারেল নাসিমে বলেছিলেন, ওকে (ভুঁইয়া) খতম করে ফেলো। জেনারেল ভুঁইয়া জানান, পুরাতন বিমান বন্দর এলাকায় তিনি সান্ধ্য ভ্রমণে যেতেন। হত্যার পরিকল্পনা জানার পরে তিনি ইভেনিং ওয়াক বন্ধ করে দেন। তৎকালিন ডিজি,এফ আই প্রধান মেজর জেনারেল মতিন এপ্রিল মাসে ঘটনাটি তাকে জানিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু জেনারেল মতিন যখন তার কাছে ক্যাসেট পাঠিয়ে দিলেন, তখন ক্যাসেট শুনে তিনি এ ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন। তিনি আরো বলেন, ২০ মে ক্যু প্রচেষ্টার অভিযোগে জেনারেল নাসিমকে

www.nagorikpathagar.org

বরখাস্ত করে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁকেই সেনা প্রধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা (তিনি ও জেনারেল মতিন) অভ্যুত্থান ঠেকাতে গিয়ে ঘটনার পার্টি হয়ে গিয়েছিলেন এ জন্য জনগণ ভুল বুঝতে পারে। তাই সেনা প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেকটা নিরপেক্ষ হিসাবে মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে সেনা প্রধান করা হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে জেনারেল নাসিমকে সেনা প্রধান করার পিছনে পিএসও হিসাবে তাঁর (জেনারেল ভুঁইয়া) অনেক অবদান ছিল। লেঃ জেনারেল (অবঃ) নাসিম মেজর জেনারেল (অবঃ) ভুঁইয়াকে ২০ মে ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে আখ্যায়িত করায় জেনারেল ভুঁইয়া বলেন, '৯৬ এর ২০ মে'র ঘটনা ছিল অবশ্যই জেনারেল নাসিমের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা। তিনি বলেন সেনা প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর এক বছর তিনি ভালই ছিলেন। কিছু লোক তাঁকে এরপর মিসগাইড করতে শুরু করে এবং তাকে অনেকটা উচ্চাভিলাষী করে তোলে। তার মতে নাসিম এখন মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও কাল্পনিক গল্প ফাঁদছেন। তিনি '৯৬-এর ১৯ মে রাতে সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম অন্যায়ভাবে পিএসও হিসাবে সরাসরি প্রেসিডেন্টের অধীন কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এবং ডিজিএফ আই প্রধান মেজর জেনারেল মতিনকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে সেনা সদরে এ্যাটাচ্‌ড করেন। তিনি রাতেই ফোনে প্রেসিডেন্টকে একথা জানান। পরদিন সকাল সাড়ে ৮টায় তারা দু'জন বঙ্গভবনে চলে যান। পরিবার পরিজন ও ক্যান্টনমেন্ট ছাড়েন। তারা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ত্যাগের ১৫ মিনিটের মাথায় গেটে তাদের আটকানোর জন্য জেনারেল নাসিম ছবি পাঠিয়েছিলেন।

মেজর জেনারেল (অবঃ) ভুঁইয়া বলেন, ২০ মে'র ঘটনার সূচনা হয়েছিল ১৮ মে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ মিরন হামিদুর রহমানের অবসর দেওয়ার ঘটনা থেকে। তিনি বলেন সেনা প্রধানের ষ্টাফ অফিসারের পদমর্যাদা কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার করার জেনারেল নাসিমের প্রস্তাব তার অফিস নাকচ করেছিল। এর পিছনে যুক্তিসংগত কারণ ছিল। পিএসও হিসাবে তার বদলী প্রস্তাব নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি বলে জেনারেল নাসিম যে কথা বলেছেন তিনি তা অস্বীকার করেন।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট–ছ

১৬

তদকালীন ডিজি,ডিএফ আই মেজর জেনারেল (অবঃ) এম,এ, মতিন, বিপি,পিএসসি কর্তৃক "আমার দেখা সেনা অভ্যুত্থান '৯৬" শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাব-এর ২০ মে থেকে ৭ জুন ২০০০ পর্যন্ত প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতাংশ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

"১৯৯৬ এর ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে ২০ মে'র ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নানা কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল এএসএম নাসিম (অবঃ) বীর বিক্রম ও তার কতিপয় সহযোগী উর্ধতন সামরিক কর্মকর্তা কর্তৃক এ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এমন এক সময় পরিকল্পননা করা হয়েছিল যখন দেশে কোন নির্বাচিত সরকার ছিল না, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল একটি অস্থায়ী অন্তবর্তীকালীন সরকার। তদুপরি এ দেশে প্রথমবারের মত গণতন্ত্রীপন্থী কতিপয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা জীবনের ঝুকি নিয়ে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে বঙ্গভবনে এসে একজন বেসামরিক প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সেদিন এক সময়োপযোগী, বলিষ্ঠ ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক একটি নিশ্চিত সামরিক অভ্যুত্থান থেকে দেশকে ও এদেশের গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষা করার প্রয়াস পান।"

"সত্যকে আড়াল করে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবেদিত মিথ্যা, বানোয়াট ও বিকৃত প্রচারনায় জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ যাতে বিভ্রান্ত না হন, সেজন্য সকলের জ্ঞাতার্থে সরকারের আন্তঃবাহিনী জন-সংযোগ পরিদপ্তর থেকে ২৪ মে'৯৬ একটি নাতিদীর্ঘ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক দু'জন অফিসারকে

www.nagorikpathagar.org

অকালীন অবসর প্রদানের কারণ উল্লেখপূর্বক ২০ মে'র ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট, প্রেসিডেন্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সেনা প্রধান কর্তৃক গৃহীত পাল্টা ব্যবস্থাদি এবং তৎপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সংকট থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখখপূর্বক সার্বিক পরিস্থিতির উপর মোটামুটি বিস্তারিত আলোকপাত করতঃ সরকার নিজস্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।"

"প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০ মে '৯৬ জেনারেল নাসিম সেনা প্রধান হিসাবে বহাল থাকাকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭টি ডিভিশনের মধ্যে ৬টিরই জি,ও,সি, ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। মেজর জেনারেল ভুঁইয়া, মেজর জেনারেল ইমাম ও আমি, আমরা ৩ জনই মুক্তিযোদ্ধা। শুধু তাই নয়, মেজর জেনারেল ভুঁইয়া ও আমি জেনারেল নাসিমের সাথে ৩ নং সেক্টরে এবং শেষ পর্যায়ে একই সেক্টরে জেনারেল কে, এম,, শফিউল্লাহ-র নেতৃত্বাধীন "এস্ফোর্স" এর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। অথচ সহযোদ্ধা হয়েও মেজর জেনারেল আনোয়ারসহ আমরা মোট ৪জন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল ২০ মে তারিখে সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম কর্তৃক পরিকল্পিত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং তৎকালীন সেনা প্রধানের অন্যায়, অবৈধ ও রাষ্ট্রদ্রোহীতারমূলক নির্দেশ মেনে না নিয়ে, বরং দেশে সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রেসিডেন্টের পাশে অবস্থান নেই। শুধু তাই নয়, ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়র ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রহিম, ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রোকন এবং সাভারস্থ ৯ আর্টিলারী ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল বিলাল ও ৮১ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মইন এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা।"

www.nagorikpathagar.org

"২০ মে '৯৬ সকাল ১১টায় বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট নিজে কনফারেন্স কক্ষে প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা ইশতিয়াক আহমদ, নৌবাহিনী প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিব এম,এ, হাকিম, পিএস ও, এ এফ ডি মেজর জেনারেল ভুঁইয়া, মিলিটারী সেক্রেটারী রুহুল আলম চৌধুরী, প্রেসিডেন্টের সচিব নুরুদ্দিন আল মাসুদ (প্রয়াত), ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান এবং আমার উপস্থিতিতে মাননীয় প্রেসিডেন্ট উদ্ভূত পরিস্থিতি ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। একই সাথে আলাপকালে মাননীয় প্রেসিডেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে সেনা প্রধান কর্তৃক পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যেমনঃ পূর্বদিন রাতে প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ কমান্ডে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর দু'জন সিনিয়র অফিসারসহ মোট ৪ জন সিনিয়র অফিসারকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাদের বর্তমান নিযুক্তি থেকে অব্যহতি দিয়ে তাদের নামে সেনাসদর কর্তৃক অবৈধভাবে সংযুক্তি আদেশজারী, ইতিমধ্যে সেনা প্রধান পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল ৭-৯ টার মধ্যে সকল এরিয়া কমান্ডার (চট্টগ্রাম ও রংপুর সেনানিবাস ব্যতীত) দের সাথে যোগযোগ স্থাপনপূর্বক তাদের প্রত্যেককে ঢাকা অভিমুখে একটি করে ব্রিগেড গ্রুপ প্রেরণের জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান এবং তদানুযায়ী বগুড়া, ময়মনসিংহ ও যশোর সেনানিবাসস্থ যথাক্রমে ১১, ১৯ ও ৫৫ পদাতিক ডিভিশন ঢাকা অভিমুখে সেনাদল প্রেরণের প্রস্তুতি পর্ব শুরু এবং সর্বোপরি ঢাকাসেনানিবাসে ব্যক্তিগতভাবে কমান্ড চ্যানেল উপক্ষো করে সকল ইউনিটের অধিনায়কদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন পূর্বক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা সম্বন্ধেও অবহিত করেন। মাঝে-মধ্যে আমরাও আলোচনায় অংশ নিয়েছি এভং সেদিন সকাল ৮-৪৫ মিনিটে সেনাবাহিনী প্রধান ও আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) তাজুল ইসলামের (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য) মধ্যকার দু' মিনিটকাল স্থায়ী আলাপ-চারিতার উপর রেকর্ডকৃত টেপে সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম কর্তৃক আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কাছ থেকে সকল প্রকার সহযোগীতা প্রাপ্তির আশাবাদ এবং বিনিময়ে আওয়ামী লীগকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের সুদৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা ছাড়াও প্রয়োজনে বঙ্গভবন ঘেরাও এবং প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

amounts for the President to surrender to the Chief of Army staff."

"অতঃপর প্রেসিডেন্ট নৌবাহিনী প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত বিমানবাহিনী প্রধানদ্বয়কে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে সেনা প্রধানের সাথে কথা বলে তাকে বুঝিয়ে বলার জন্য সেনাসদরে যেতে নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রধান উপদেষ্টাকেও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের মাধ্যমে এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সেনা প্রধানের সাথে কথা বলতে এবং তার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে পরামর্শ দেন । .... সেমতে বেলা ১-৪৫ মিনিটে, নৌবাহিনী ও ভারপ্রাপ্ত বিমানবাহিনী প্রধানদ্বয় সরাসরি বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনী প্রধানের অফিসে যান। সেনা প্রধান তখন সেনাসদর কনফারেন্স রুমে অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে অফিসে ফিরে আসলে তারা সেনা প্রধানকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত দুজন অফিসারের অবসর আদেশ এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তী পর্যায়ে অবসর আদেশটির পুর্নবিবেচনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাসের কথাও তাকে অবহিত করেন। প্রতিউত্তরে উক্ত আদেশটি একটি অবৈধ আদেশ বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন যে, সেনা প্রধান হিসাবে এ আদেশ কার্যকরী করতে পারবেন না।"

"----অতঃপর নৌবাহিনী প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত বিমানবাহিনী প্রধানদ্বয় সেনাসদর থেকে প্রধান উপদেষ্টার অফিসে যান এবং সেনা প্রধান জেনারেল নাসিমের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা ও এ বিষয়ে সেনা প্রধানের সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে তাদেরকে জানান যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত দুজন অফিসারের অবসর আদেশটি বাতিল করা ছাড়া তিনি আর কোন ছাড় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। অথচ একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় পৌছার লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানদ্বয় থেকে একটি টেলিফোন কল প্রাপ্তির আশায় প্রেসিডেন্ট অপেক্ষারত থাকেন ২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত। অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রেসিডেন্টকে টেলিফোনে জেনারেল নাসিম কর্তৃক প্রদর্শিত অনমনীয় মনোভাবের প্রেক্ষিতে

www.nagorikpathagar.org

বাধ্য করানোর মত সেনাপ্রধানের কণ্ঠে ধ্বনিত এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ – "প্রেসিডেন্ট পাগলা কুত্তার মত একটা action নিতে পারে .... I will have to surround Bangbhaban and force him to resign on health ground and ask him to get out" এবং তদপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জেনারেল নাসিমের মনোভাব সম্পর্কেও প্রধান উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টা সহ উপস্থিতি সকলকে অবহিত করা হয়।"

"উক্ত মিটিংয়ে প্রধান উপদেষ্টা চলমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দু'পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি মেজর জেনারেল মোর্শেদ ও ব্রিগেঃ হামিদুর রহমানের অকালীন অবসর সংক্রান্ত সরকারী আদেশ কার্যকরী না করে বরং তা স্থগিত রাখার প্রস্তাব রাখেন। .... একজন সরকার প্রধান থেকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও জারীকৃত একটি আদেশ সেনা প্রধানের ঔদ্ধ্যত ও একগুয়েমীর জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব আমাদেরকে স্তম্ভিত করে তোলে। আমরা এক অপরের মুখপানে তাকাচ্ছিলাম। এমন সময় প্রতিরক্ষা সচিব এম এ হাকিম বলেন– "আপনি যা বলেছেন তাতে আমরা কেউ দ্বিমত পোষণ করি না।আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণ আমাদের সকলের কাম্য। তেমনি হলে তো ভালই হয়, কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, সেনাবাহিনী প্রধান তো ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন, প্রত্যেকটি ডিভিশন থেকে একটি করে ব্রিগেড গ্রুপ সত্বর ঢাকা অভিমুখে মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন সেনানিবাসে সে মর্মে প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেনা প্রধান কর্তৃক বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকা অভিমুখে সেনাদল প্রেরণের প্রদত্ত আদেশ বাতিল না করা পর্যন্ত, সেনা প্রধানের সাথে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আলোচনায় বসা বা কোনরূপ সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা করা ঠিক হবেনা। কারণ, That

একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতার কথা অবহিত করেন। অথচ ২০ মে তারিখ রাতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে তিনি এসব কিছুর কোন উল্লেখই করেননি। বরং এসবকে পাশ কাটিয়ে পরোক্ষভাবে সবকিছুর জন্য প্রেসিডেন্টকে দায়ী করে এক দায় সাড়া গোছের বক্তব্য রাখেন। ২০ মে তারিখে ঘটনা প্রবাহের ওপর প্রেসিডেন্টের ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে অপর এক জরুরী ভাষনে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "বর্তমান সাংবিধানিক আয়োজনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির উপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় এবং নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।" ২০ মে তারিখে সংঘটিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণে প্রধান উপদেষ্টার এহেন বিভেদ সৃষ্টিকারী ভাষণ দেশ ও জাতিকে এক চরম কনফিউশন এবং বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নিপতিত করে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর একই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত এ ভাষণের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি? উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনীর দু'জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে আমি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। এসব আলোচনায় দেশের স্থিতিশীলতা ও শান্তি-শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করি" শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেই খালাস। তিনি নিজেকে কোথাও কমিট করেন নি। অথচ প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি একটি পজিটিভ রোল প্লে করবেন এটা সকলেই আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক তার উল্টোটি।"

"সেনাবাহিনী প্রধানকে অবসর দেওয়া কিংবা শৃঙ্খলাজনিত কারণে তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত, আর তাই সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সংবিধান

www.nagorikpathagar.org

সংশোধনীর মাধ্যমে যে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান চালু করা হয়েছে তাতেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।"

"সাংবিধানিক শাসনের জন্য গণতন্ত্র বিকাশের ও প্রসারের জন্য সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সকলেরই কাম্য। প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ২০ মে '৯৬ সে কাজটিই করেছেন। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আজ যে যাই বলুন না কেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, সংবিধানের পবিত্রতা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সেনাবাহিনীর ঐক্য রক্ষাকল্পে এবং সর্বোপরি এ দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় ও তার অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সেদিন যথার্থই সঠিক, সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।"

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

এম. এ. হাকিম

লেখক পরিচিতি

জন্ম ঃ ২৮ জুন, ১৯৩৯
স্থান ঃ গ্রাম-সম্ভুক, থানা-শিবচর
জেলা - মাদারীপুর

জনাব এম. এ. হাকিম তাঁর নিজ গ্রাম থেকে কিছু দূরে অন্য একটি গ্রামের (ভান্ডারি কান্দি) হাইস্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। মাদারীপুর নাজিমুদ্দীন কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ডিষ্টিংশনের সাথে ১ম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন এবং স্কলারশীপ পান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে বি. কম (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৬১ সালে ১ম শ্রেনীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. কম. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর কারমাইকেল কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৬৫ সালে তদানীন্তন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সি. এস. পি.) তে যোগদান করেন। চাকরিতে থাকালীন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৯ সালে গণপ্রশাসনে এম. এস. (মাষ্টার অব সায়েন্স) ডিগ্রী অর্জন করেন।

প্রায় ৩২ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে সরকারী চাকরি করার পর ১৯৯৭ সালে তিনি অবসর গ্রহন করে। চাকরি জীবনে তিনি ত্রান মন্ত্রণালয়, পূর্তমন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। প্রতিরক্ষা সচিব থাকাকালীন ২০ মে, ১৯৯৬ তারিখ তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল এ. এস. এম. নাসিমের সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়ার প্রক্রিয়ায় তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির একজন সহায়তাকারী হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তিনি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব; সংস্থাপন, পুর্ত, স্থানীয় সরকার ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এবং মহা-পরিচালক, ভুমি রেকর্ড ও জরিপ; অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-সচিব, এবং বাকেরগঞ্জের (বৃহত্তর বরিশাল জেলা) জেলা প্রশাসক ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি সাতক্ষীরার মহকুমা প্রশাসক ও পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২ বছর মাঠ প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল দেশে ভ্রমন করেন এবং বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর ও সভায় যোগদান করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, আই ডি এন ডি আর ও ইউ ইন এইচ সি আর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত।

JP
জনতা পাবলিকেশন্স

জনতা পাবলিকেশন্স
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫৩৬৫, ০১৯-৩৪৭২৮১
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-২-৭১১ ৫৩৬৫
http:// www.janatapublications.com

ISBN 984-619-013-3

concept & designed by third eye
019 385917, 019 320201, 019 386992